পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ১৫শ সংখ্যা

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বাংলা ॥ ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ ইং ॥ ২১শে রবিউল আউয়াল ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

পাক্ষিক

'আহ্‌মদী'

সূচীপত্র

৩৮শ বর্ষ :

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ ১৫শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : সবর বা ধৈর্য্য	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী (১) :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ	৪
* অমৃত বাণী (২) :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* আসন্ন ঐশী বিজয়ের প্রতিশ্রুতি :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মজহারুল হক্‌	১৫
* মজলুম বনাম জালেম—৪ :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* কবিতা :	আবু মহমুদ হোছামদ্দীন হায়দার (মরহুম)	২৪
* সংবাদ :		২৫

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে বিশেষ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারী রাখিবেন।

وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৪ইং : ৩১শে অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বাংলা : ১৫ই ফাতাহ ১৩৬৩ হিঃ শামসী

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, বিসমিল্লাহসহ ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা ১ম রুকু

১। আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে (এই আয়াতসমূহে অভিযোগ) মুক্তির ঘোষণা মুশরেকদের মধ্যে ঐ সকল লোকের নিকট, যাহাদের সহিত তোমরা শর্ত করিয়াছিলে (যে তোমাদের জয় এবং তাহাদের পরাজয় হইবে)।

২। তদনুযায়ী তোমরা (আরবের) যমীনে চারিমাস ঘুরিয়া দেখ এবং জানিয়া লও যে তোমরা কখনও আল্লাহকে পরাজিত করিতে পারিবে না, এবং (ইহাও জানিয়া লও) নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

৩। এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের পক্ষ হইতে হজ্জে আকবরের দিন জনসাধারনের মধ্যে এই ঘোষণা (করা হইতেছে) যে, আল্লাহ এবং (এইরূপে) তাঁহার রসুল মুশরেকদের (সকল দোষারোপ) হইতে মুক্ত হইয়াছেন (এবং মক্কা জয় করা হইয়াছে), সুতরাং যদি তোমরা (এই নিদর্শন দেখিয়া) তওবা কর, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য ভাল হইবে এবং যদি তোমরা বিমুখ হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, তোমরা কখনও আল্লাহকে পরাজিত করিতে পারিবে না ; এবং যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদিগকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ দাও।

৪। কিন্তু মোশরেকদের মধ্য হইতে তাহারা ব্যতীত যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছ, অতঃপর তাহারা তোমাদের সহিত অঙ্গীকার পালনে কোন ত্রুটি করে নাই, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই ; অতএব তোমরা তাহাদের সহিত (সম্প্রতি) তাহাদের অঙ্গীকার (এর শর্ত) সমূহকে উহাদের মিয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৫। অতএব যখন উল্লিখিত (চারি পবিত্র) মাস যাহার মধ্যে (আরবের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, কাটিয়া গেল, (তবুও তাহারা সন্ধি করিতে আগ্রহশীল হইল না, অথচ ইহার পূর্বে তাহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধরত ছিল) তখন তোমরা মুশরেকদের এই বিশেষ দলকে যেখানে পাও হত্যা কর ; তাহাদিগকে গ্রেফতার কর, তাহাদিগকে (তাহাদের কেল্লায়) অবরোধ কর, এবং তাহাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাক, কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহা হইলে তাহাদের (যাওয়ার) জন্য পথ খুলিয়া দাও ; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং বারবার রহমকারী।

৬। এবং যদি মুশরেকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার নিকট আশ্রয় চাহে তাহা হইলে তাহাকে আশ্রয় দাও যেন আল্লাহর কালাম শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দাও, ইহা এই জন্য যে, তাহারা এমন এক জাতি যাহারা কিছু জানে না।

২য় রুকু

৭। আল্লাহ এবং তাঁহার রসুল কিভাবে মুশরেকদের সহিত চুক্তি করিতে পারেন? এক মাত্র সেই সকল (মুশরেক) লোক ব্যতিরেকে যাহাদের সহিত তোমরা পবিত্র মসজিদের নিকটে চুক্তি করিয়াছিলে, অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তোমাদের প্রতি (চুক্তিতে) কায়েম থাকে ততক্ষণ পর্যান্ত তোমরাও তাহাদের প্রতি (চুক্তিতে) কায়েম থাক; নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।

৮। (তবে এই প্রকারের মুশরেকগণের প্রতি খাতির) কিরূপে হইতে পারে? এই কারণে যে, যদি তাহারা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আত্মীয়তাও চুক্তির কখনও মর্যাদা রক্ষা করিবে না; তাহারা তোমাদিগকে মুখে (-র কথায়) সন্তুষ্ট করে, অথচ তাহাদের অন্তর (ইহাকে) অস্বীকার করে বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ চুক্তি ভঙ্গকারী।

৯। তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে নগণ্য মূল্য মাত্র গ্রহণ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) তাঁহার পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে; নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছে তাহা অত্যন্ত মন্দ।

১০। তাহারা কোন মোমেনের সহিত আত্মীয়তা ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে না; বস্তুতঃ ইহারাই সীমালঙ্ঘনকারী।

১১। অতএব, যদি তাহারা তওবা করে এবং রীতিমত নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তাহা হইলে তাহারা দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের ভাই, এবং আমরা (আমাদের) আয়াতসমূহ জ্ঞানী জাতির জন্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া থাকি।

১২। যদি তাহারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনের প্রতি বিদ্রূপ করে, তাহা হইলে তোমরা (এই শ্রেণীর) কুফরের নেতাদের সহিত সংগ্রাম কর যেন তাহারা অপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে কারণ তাহাদের কসমের কোন বিশ্বাস নাই।

১৩। (হে মোমেনগণ! তোমরা কি সেই জাতির সহিত সংগ্রাম করিবে না, যাহারা তাহাদের কসম ভঙ্গ করিয়াছে এবং রসুলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করিয়াছে এবং তাহারাই প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করিয়াছে, তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর? যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে আল্লাহ অধিকতর যোগ্য যে তোমরা তাঁহাকে ভয় কর।

১৪। তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়া তাহাদিগকে আযাব দিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভে সাহায্য করিবেন এবং এতদ্বারা তিনি মোমেন জাতির হৃদয়সমূহকে দুঃখ হইতে মুক্তি দিবেন।

১৫। এবং তাহাদের হৃদয়ের ক্রোধকে দূরীভূত করিবেন এবং আল্লাহ যাহার উপর চাহেন ফযল করেন বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা।

১৬। হে মোমেনগণ! তোমরা কি মনে করিয়াছ যে তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা জেহাদ করিয়াছে তাহাদিগকে ঐ সকল লোক হইতে জ্ঞানগোচরে আনেন নাই যাহারা জেহাদ করে নাই, এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলও মোমেনগণের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে নাই এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

সব্‌র বা ধৈর্য্য

১। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একজন মহিলা কবরের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে ছিল। এমন সময় হযরত রসুল করীম (সাঃ) সেইখান দিয়া যাইতে ছিলেন। স্ত্রী লোকটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হে মহিলা! খোদাকে ভয় কর এবং সব্‌র কর"। প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আমার মত বিপদ তোমাকে স্পর্শ করে নাই।" মহিলাটি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে চিনিতে পারেন নাই। কোন এক ব্যক্তি তাহাকে জানাইল যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)। তখন সে তাঁহার গৃহে ছুটিয়া গেল এবং বলিল, "আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই।" রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন "দুঃখ কষ্টের প্রথম অবস্থাতেই সব্‌র করিলে উহার সওয়াব লাভ হয়।" (বোখারী)

২। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, সাবধান কেহ যেন বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া মৃত্যু কামনা না করে। খুব বেশী বিপদগ্রস্থ বা কষ্ট হইলে এরূপ বলা যায় "হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আমার জন্য মঙ্গলজনক এবং মৃত্যু দাও যখন মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গলজনক"। (বোখারী)

৩। হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে মক্কার জীবনে মুশরেকগণের উৎপীড়ন সীমা ছাড়াইয়া গেল। তখন আমরা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট আমাদের অবস্থা জানাইলাম এবং বলিলাম "হুজুর! খোদাতায়ালার নিকট হইতে সাহায্য কামনা করুন এবং দোওয়া করুন।" তিনি সেই সময় কাবা গৃহের দেওয়ালের ছায়ায় চাঁদরের উপর শুইয়া ছিলেন। তিনি আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখিয়া বলিলেন "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের নেক ব্যক্তিদিগকে শত্রুগণ মাটিতে ফেলিয়া করাত দিয়া মাথা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করিত এবং লোহার চিরণী (বিশিষ্ট অস্ত্র) দ্বারা মাংস খসাইয়া ফেলিত কিন্তু তাহারা ইহা সত্বেও সত্য ধর্মকে পরিত্যাগ করিত না। এবং খোদার কসম, এই ইসলাম ধর্ম ও সমস্ত আরবে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সকল বাধা-বিঘ্ন অপসারিত হইবে; এমন কি একাই এক উষ্ট্রারোহী সানয়া হইতে হাজারামৌত পর্যন্ত সফর করিবে তথাপি তাহার আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও ভয় হইবে না। কিন্তু তোমরা ধৈর্য্য হারাইয়া ফেল।" বোখারী

৪। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম সাঃ বলিয়াছেন যে, "সেই ব্যক্তি বাহাদুর নহে যে কুস্তিতে অপরকে পরাজিত করে, বরং প্রকৃত বাহাদুর তো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্তে রাখে।" (বোখারী)

৫। হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত রসুল করীম সাঃ বলিয়াছেন "আমার পরে এরূপ শাসকবর্গ হইবে যাহারা তোমাদের অধিকারসমূহ তোমাদিগকে দিবে না।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রসুলুল্লাহ, তখন আমরা কি করিব।" তিনি সাঃ বলিলেন, "তোমাদের শাসকবর্গের যে সব অধিকার তোমাদের উপর বর্তায় তাহা তোমরা পালন করিবে এবং তোমাদের যে সকল অধিকার তাহাদের জিম্মায় বর্তায় যাহা তাহারা পালন করিবে না। তাহা তোমরা আল্লাহতায়ালার নিকট কামনা করিবে এবং বিদ্রোহী করিবে না (রেয়াজুস সালেহীন)

অনুবাদ :—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(১)

পরীক্ষা নিশ্চয় আছে, খোদা জালেম নহেন

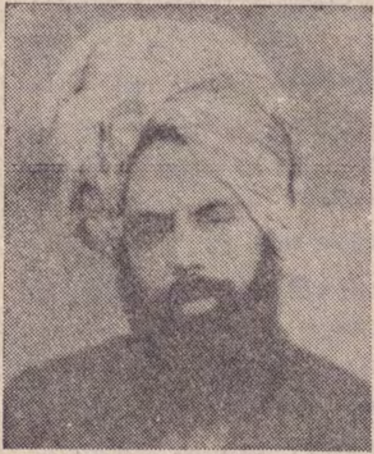

খোদাতায়ালার চেয়ে বেশী পেয়ার, রহম এবং মহব্বত কেহ করিতে জানে না। কিন্তু আন্তরিকতা অতীব প্রয়োজনীয় কেহ অন্তরের সহিত তাহার হইয়া গেলে সে অবশ্যই দেখিতে পাইবে নিষ্ঠাবানের প্রতি সাহায্য এবং অভিভাবকেত্বের গুণ তাঁহার মধ্যে আছে কি না? কিন্তু যে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে চাহে সে স্বয়ং পরীক্ষিত হয়। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল এবং ইসলাম কবুল করিল। ইহার পর সে অন্ধ হইয়া গেল। সে তখন বলিল, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাহার উপর এই বিপদ আসিয়াছে। সেইজন্য সে কাফের হইয়া গেল। আঁ-হযরত (সাঃ) তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। সে মানিল না। অথচ যদি সে মুসলমান থাকিত, তাহা হইলে এ শক্তি খোদার ছিল যে তিনি তাহাকে পুনঃ দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন! কিন্তু সে কাফের হইয়া দুনিয়াতেও অন্ধ হইল এবং ধর্মেও অন্ধ হইল। আমার দুশ্চিন্তা যে অনেক লোক খোদাতালাকে পরীক্ষা করে। এমন না হয় যে তাহারা পরীক্ষিত হয়। পয়গম্বর সাঃ বলিয়াছেন, যে আমার উপর ঈমান আনে, সে যেন বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই সকল প্রারম্ভে ঘটিয়া থাকে। সবর করিলে আল্লাহতায়ালা তাহার উপর ফযল করেন। কারণ মোমেনের জন্য দুইটি অবস্থা। প্রথম যখন সে ঈমান আনে, তখন তাহার জন্য মুসিবতের এক দোযখ প্রস্তুত করা হয়। উহার মধ্যে তাহাকে কিছুকাল অবস্থান করিতে হয় এবং তাহার ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরীক্ষা লওয়া হয়। যখন সে দৃঢ়তা দেখায়, তখন তাহার জন্য দ্বিতীয় অবস্থা আনা হয় এবং দোযখকে জান্নাতে বদলাইয়া দেওয়া হয়। বুখারীর হাদিসে বর্ণিত আছে যে, মোমেন নফল নেকীর দ্বারা আল্লাহতায়ালার এরূপ নৈকট্য লাভ করে যে আল্লাহতায়ালা তাহার চক্ষু হইয়া যান যদ্বারা সে দেখে এবং কান হইয়া যান যদ্বারা সে শুনে এবং হাত হইয়া যান যদ্বারা সে ধরে এবং পা হইয়া যান যদ্বারা সে চলে। আর এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, আমি তাহার জিহ্বা হইয়া যাই যদ্বারা সে কথা বলে। এই শ্রেণীর লোকের জন্যে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে আমার ওলির সহিত শত্রুতা করে, সে যেন আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমনি খোদাতায়ালার গয়রত, যাহা তিনি আপন বান্দার জন্য পোষণ করেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, আমার অন্য কিছু সম্বন্ধে এত দুশ্চিন্তা হয় না, যতখানি মোমেনকে জানিবার জন্য হইয়া থাকে। এই জন্য সে প্রায় অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং আরোগ্য হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রাণ হইতে চাহেন, কিন্তু তাহাকে বার বার মহলত দেন, যাহাতে সে আরও কিছু দিন দুনিয়াতে থাকিতে পারে। মলফুযাত ৭ম খণ্ডঃ ১২৭-২৮ পৃঃ

অনুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মদ

(২)

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর ফয়েজ ও কল্যাণ প্রবহমানতার নিদর্শন দেখাইবার নযিরবিহীন ঐতিহাসিক আহবানের দ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাবী সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবনের ইহাও এক বড় প্রমাণ যে, তাঁহার ফয়েজ ও কল্যাণ চির-প্রবহমান; যে ব্যক্তি এই যুগেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যকার অনুসারী হয় সে নিশ্চিত কবর হইতে উত্থিত হয় এবং এক রুহানী জীবন তাহাকে দান করা হয়। ইহা শুধু কাল্পনিক ব্যাপার নয় বরং ইহার সঠিক ও বাস্তব চিহ্নাবলী প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় আশিষ ও বরকত এবং রুহুল-কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর অলৌকিক সাহায্যাবলী তাহার সহিত সংযুক্ত হয় এবং সে সমগ্র বিশ্বের মানব-কুলের মধ্যে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র মানুষে পরিণত হয়, এমনকি খোদাতায়ালা তাহার সহিত কালাম করেন, আপন বিশিষ্ট রহস্যাবলী তাহার উপর প্রকাশিত করেন, আপন অকাট্য যুক্তি ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী উন্মুক্ত করেন, আপন মহব্বত ও কৃপার উজ্জ্বল লক্ষণাবলী তাহার মধ্যে উদ্ভাসিত করেন, আপন বিশেষ সাহায্যাবলী তাহার উপর অবতারিত করেন, আপন আশিস ও বরকত সমূহ তাহাতে রাখিয়া দেন এবং তাহাকে আপন রবুবিয়তের দর্পনে পরিণত করেন। তাহার মুখ দিয়া হিকমত ও প্রজ্ঞা নিঃসৃত হয় ও তাহার অন্তঃকরণ হইতে পবিত্র সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবলীর স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয় এবং গোপন রহস্যাবলী তাহার উপর উন্মোচিত করা হয়। খোদাতায়ালা এক অসাধারণ জ্যোতির্বিকাশের সহিত তাহার উপর প্রকাশিত হন এবং তাহার অতি নিকটবর্তী হইয়া যান। সে তাহার দোওয়াসমূহ কবুল হওয়ার ও তাহার নিষ্ঠা ও সত্যতার কবুলিয়তের ব্যাপারে এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী ও গোপন রহস্যাবলীর দুয়ার উদঘাটিত ও বরকাত নাযেল হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের চাইতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং সকলের উপর প্রবল ও বিজয়ী হইয়া থাকে।

সুতরাং এই অধম খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়া উল্লিখিত বিষয়াবলীর সম্বন্ধে, সকলের উপর পূর্ণ হুজ্জত কায়েম করার উদ্দেশ্যে কয়েক হাজার রেজিষ্টেরীকৃত পত্র এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার ইসলাম-বিরোধী নামকরা ব্যাক্তিবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, যাহাতে কাহারও যদি দাবী থাকে যে, উক্ত রুহানী হায়াত বা ঐশ্বরিক জীবন হযরত খাতামাল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়েও লাভ করা যায় তাহা হইলে সে যেন এই অধমের সহিত মোকাবেলা করে। আর যদি মুকাবেলা না করে, তবে সত্যান্বেষী হিসাবে একতরফাভাবে বরকত, আয়াত ও নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে এই অধমের নিকট উপস্থিত হয়; কিন্তু কেহই সত্তা, নিষ্ঠা ও সরল নিয়তের সহিত এদিকে মনোযোগী হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেকেই নিজের অক্ষমতা বা বিমুখতার দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে অন্ধকারে পড়িয়া আছে।"

(আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১, ২২২)

অনুবাদ :—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

(৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ইং লণ্ডনে প্রদত্ত)

তাশহুদ, তায়াউয, ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা বলেন :—

বিগত জুম্‌য়ায় আমি কোরআন করীমের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলিয়াছিলাম যে, কোরআন করীম হইতে শরিয়তী আদালত বা শরিয়তী সরকারের একটি মাত্র ধারণাই পাওয়া যায় এবং উহা হইতেছে ন্যায়বিচার। যদি সরকারের শাসন ব্যবস্থায় ও আদালতে ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উভয়কেই শরিয়তী আদালত ও শরিয়তী সরকার বলা যাইতে পারে। কেননা কোরআন করীম তো সরকারের কোন কাঠামো বা ধরণের বর্ণনা দেয় নাই, অবশ্য উভয়ের জন্য একটি মৌলিক শর্ত আরোপ করিয়াছে এবং উহা হইতেছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। যদি কোন সরকার অন্যদের দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু যদি উহা ন্যায় দণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উক্ত সরকার দ্বারা দেশের নাগরিকদের কোন প্রকার বিপদ ঘটিতে পারে না। আপনারা কেহ এই কথা ভাবিতেই পারেন না যে, কোন সরকার ন্যায় দণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ উহা অর্থনৈতিক সুবিচার করিতেছে, সামাজিক সুবিচার করিতেছে, সাংস্কৃতিক সুবিচার করিতেছে এবং প্রশাসনিক সুবিচার করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত সরকার কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল, কেন প্রতিষ্ঠিত হইল, কে প্রতিষ্ঠা করিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এমতাবস্থায় ঐ দেশের নাগরিকদের অধিকার হরণ হইতে পারে না এবং সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। কেননা স্বাধীনতার প্রথম শর্ত হইতেছে ন্যায়বিচার। যদি আদালতের ধারণা করা হয়, তবে তথায়ও যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে যে কোন আদালত, এমনকি ঐ আদালতের বিচারকগণ যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, যদি তাহারা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড অনুযায়ী ফয়সালা গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারা খোদার সন্তুষ্টি অনুযায়ী ফয়সালা করিবে। ইহারই নাম শরিয়তী আদালত।

কিন্তু যদি কোন দেশে সরকারের নিকট ন্যায়বিচার না থাকে এবং আদালতের নিকটও ন্যায়বিচার না থাকে, এমতাবস্থায় যদি কোন সরকার একটি আদালতকে শরিয়তী আদালত বলে ও উক্ত আদালত ঐ সরকারকে শরিয়তী সরকার বলে, তাহা হইলে এই উদাহরণই পেশ করিতে হয় যে من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو—'ভাই, আস, আমরা একমত হই। আমি তোমাকে হাজী বলিব এবং তুমি আমাকে হাজী বলিবে। তাহাতে দুইজনেরই ফায়দা হইবে।' অতএব কোন কোন দেশে এই ধরণের শরিয়তী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু না-তো তাহাদের সরকার শরিয়তী সরকার এবং নাতো তাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদালত শরিয়তী আদালত, যদিও উভয়ে পরস্পরকে শরিয়তী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেছে।

পাকিস্তান সরকারের ন্যায়বিচারের কীর্তি-কলাপের কাহিনী বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা একটি খুবই ব্যাপক বিষয়। পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতিতে যে সাধারণ বিচার-আচার চলিতেছে, উহার সম্বন্ধে তো আমি মুখ খুলিতে চাহিনা। সমগ্র দেশবাসী অবগত আছে যে, তথায় বিচারের কি অবস্থা চলিতেছে। তথায় বিচার বিক্রয় হয়, অথবা বিচার খরিদ করা হয়, অথবা বিচার বলপূর্বক লাভ করা হয় অথবা বিচারের জন্য সুপারিশের প্রয়োজন হয়, অথবা বিচারের জন্য পুলিশের ডাণ্ডার প্রয়োজন হয়। যে অবস্থাই বিরাজ করুক না কেন, উহা দেশবাসীর নিকট সুবিদিত এবং এই ব্যাপারে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই। সে দেশের প্রতিটি শিশুও জানে যে বিচার কোন্ বস্তুকে বলা হয় কিন্তু আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, এই বিচারের ধকল আমরা সহ্য করিয়াছি এবং আমরা জানি যে, বিচারের নামে কি চলিতেছে।

এই ব্যাপারে আমি আপনাদের স্মরণার্থে কয়েকটি কথা তুলিয়া ধরিতে চাই, যাহাতে আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, কোরআনের পরিভাষায় এই সরকার কতখানি শরিয়তী সরকাররূপে অভিহিত হইবার যোগ্যতা রাখে এবং এই সকল বাদশাহদের নাম ইসলামী বাদশাহ রাখা যায় কি যায় না। ইহা আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, একটি সরকার যাহারা নিজদিগকে ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করে এবং নিজদিগকে ন্যায়-পরায়ন বলিয়া ঘোষণা করে, তাহারা আইন প্রনয়ণ করিয়া নিজ দেশের নাগরিকদিগকে মিথ্যা কথা বলিতে বাধ্য করে। এইরূপ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ও এই জাতীয় স্ব-বিরোধ পৃথিবীতে চিন্তাও করা যায় না। একদিকে ঘোষণা করা হইতেছে যে 'আমরা ন্যায়পরায়ন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের প্রত্যেকটি ফয়সালা শরীয়ত অনুযায়ী গৃহীত এবং শরিয়তের লক্ষ্যকে পূর্ণ করার জন্য আমরা সকল ফয়সালা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ফয়সালা হইতেছে এই যে, যদি তোমরা মিথ্যা কথা না বল, তাহা হইলে তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। যাহা কিছু তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে একীন রাখ (অর্থাৎ বিশ্বাস পোষণ কর), যদি তোমরা উহার বিপরীত কথা না বল, তাহা হইলে কেবল মাত্র

তোমাদিগকে আইনের আওতায়ই আনা হইবে না, বরং তোমাদিগকে কোন কোন মৌলিক নাগরিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ, এই সকল অধিকারের মধ্যে একটি অধিকার হইল ভোট দেওয়ার অধিকার এবং শাসক নির্বাচনে যে নাগরিক অধিকার রহিয়াছে উহা প্রয়োগ করার অধিকার। অন্য কাহারো ভাগ্যে এই অধিকার জুটিয়াছে কিনা এই আলোচনা বাদ দিলেও, এই কথা বলা যায় যে, অন্ততঃপক্ষে কাগজে কলমেতো তাহারা এই সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। অবশ্য ইহা এই শর্তে যে, যদি কখনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ নির্বাচন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় ও যদি ন্যায় বিচারের ভিত্তিতেও হয় তাহা হইলে যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা হয়। যদিও সাময়িকভাবে আইনের দিক হইতে এবং কাগজে কলমে অন্যেরা এই সৌভাগ্য লাভ করিয়ছে, আমরা এই সৌভাগ্যও লাভ করি নাই। সমগ্র পাকিস্তানে একজন আহমদীও Electorate List যাহাকে ইংরেজীতে Disenfrenchisement বলা হয়, উহাতে নাই। অর্থাৎ ভোটাধিকার হইতে প্রত্যেক আহমদীকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ দর্শানো হইয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের বিবেককে জলাঞ্জলী না দিবে, যতদিন পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতেই তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই কথা লিখিয়া দিবে যে, আমাদের ধর্ম বিশ্বাস উহা নয়, আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ইহা, ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাদিগকে মৌলিক অধিকারে অংশীদারীত্ব দান করিতে পারি না।

এই যে ছুরি (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ) তৈয়ার করা হইয়াছে, উহা এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইতেছে যে, এই দেশে এমন কোন বিভাগ বা দিক নাই যেখানে এই ছুরির প্রভাব আহমদীদের জীবনে প্রতিফলিত হয় নাই এবং যেখানে আহমদীদের উপর অত্যাচারের এই ছুরি চালানো হয় নাই। এই ছুরি এমন ধরণের যে, ইহা অতীতে ফিরিয়া গিয়াও জবেহ করিতেছে কেবলমাত্র ভবিষ্যতে জবেহ করিবে এমন কথা নয়। অর্থাৎ ছুরিটিতো আবিষ্কার করা হইয়াছে আজ। কিন্তু জবেহ করা হইতেছে বিগত বছরগুলি হইতে, যখন ছুরি তৈয়ারই করা হয় নাই। যখন অবিচার করা হয়, তখন যুগের সহিতও অবিচার করা হয়। বস্তুতঃ এখন যে সকল খবর পাওয়া যাইতেছে, উহা হইতে জানা যায় যে, আহমদী ছাত্রদিগকে এই অপরাধে কলেজ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে যে, তাহারা এই অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পূর্বে নিজদিগকে মুসলমান বলিত। তাহাদিগকে এইজন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে যে, তাহারা কেন এক বৎসর পূর্বে বা দুই বৎসর পূর্বে বা তিন বৎসর পূর্বে নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া লিখাইয়াছিল ?" অতএব দেখা যাইতেছে যে, ছুরিতো পরে তৈয়ার করা হইল, কিন্তু জবেহ, পূর্ব হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে। এই জাতীয় ঘটনাবলী কেবলমাত্র অবিচারের দুনিয়াতেই চলিয়া থাকে। যখন অন্ধকার নামিয়া আসে, তখন কোন আইনই চলে না। তখন যুগেরও কোন বাছবিচার করা হয় না এবং অবস্থার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা হয় না। অতএব শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলেই আইন হইয়া যায়।

এইরূপ আহমদীও রহিয়াছে যাহারা অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পূর্বেই পাসপোর্টে নিজদিগকে আহমদী মুসলমান বলিয়া লিখাইয়াছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে লিখকরা নিজেরাই মুসলমান শব্দটি কাটিয়া আহমদী শব্দ লিখিয়া দিয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন ভদ্র-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করিল যে, প্রকৃতপক্ষেই আহমদীরা মুসলমান এবং যেহেতু তাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলে, আমরা কেন তাহাদিগকে মুসলমান বলিয়া লিখিব না ? অতএব তাহারা

মুসলমান বলিয়া লিখিয়া দিল। এই সকল ব্যাপার অধ্যাদেশটি প্রণয়ন করার পূর্বেই ঘটিয়াছিল কিন্তু অধ্যাদেশটি জারী হওয়ার পর তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। যাহাদের সম্বন্ধে সরকার উপরোক্ত তথ্য জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তৈয়ার করা হইয়াছে। এখনো কোন কোন আহমদীকে এই অজুহাতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার পূর্বেই তাহারা কেন জ্ঞাত হইল না যে, উহা প্রণীত হইতে যাইতেছে? ইহাই তাহাদের অপরাধ।

'আসসালামোয়ালাইকুম' বলার অপরাধে আহমদীদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে জেল খাটানো হইতেছে। আহমদীদিগকে এই অজুহাতেও গ্রেফতার করা হইয়াছে যে, তাহাদের মৌলভীরা বলে যে আহমদীদের দ্বারা তাহাদের বিপদ ঘটিতে পারে। তাহাদের জামিনও মঞ্জুর করা হয় নাই। এমনকি এই ঘটনা পেশোয়ার হাইকোর্ট পর্যন্ত পেঁৗছিল। ইহা পেশোয়ারের পরবর্তী হাজারা জিলার ঘটনা। সমস্ত নিম্ন আদালত এই বলিয়া ন্যায়বিচার করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে যে "আমাদের মৌলভী বলে যে অমুক আহমদী দ্বারা তাহার বিপদ ঘটিতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা তোমাদিগকে কিভাবে ছাড়িয়া দিব?" অবশেষে আহমদীরা যখন হাইকোর্টের শরণাপন্ন হইল, তখন তাহারা খুবই একটি উত্তম উপায় উদ্ভাবন করিল। যাহারা হাইকোর্টে মোকদ্দমা শুনিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে আহমদীদিগকে গ্রেফতার করিয়া এই বলিয়া হাজতে প্রবেশ করাইয়া দিল যে, তোমরা যতজন আহমদীকে আদালতের মাধ্যমে জেল হইতে মুক্ত করিবে, আমরা ততজন আহমদীকে পুনরায় আটক করিয়া ফেলিব। বরং উহার চাইতে অধিক সংখ্যককে আটক করিব। ইহাই ন্যায় বিচারের মানদন্ড, যাহার মাধ্যমে আহমদীদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হইতেছে। দেশের অন্যান্য লোকদের জন্য বিচারের যে কি অবস্থা চলি তেছে, উহা আল্লাহই উত্তম জানেন। অবশ্য এই অবিচারেও আহমদীদের অংশ রহিয়াছে। কেননা দেশের সাধারণ অবিচারেও আহমদীরা সমভাবে অংশীদার। কিন্তু ইহা উহার অতিরিক্ত।

অপহরণের একটি চমকপ্রদ গল্প দেশে খুবই জোরে শোরে চালু হইয়াছে। কোন মৌলভী কোথাও অদৃশ্য হইয়া গেল এবং কেহ ঘোষণা করিয়া দিল যে, আহমদীরা তাহাকে অপহরণ করিয়াছে। তখন এই ব্যাপারে যে আহমদীর নাম উল্লেখ করা হয়, তাহাকে আটক করা হয়। বস্তুত কোন কোন এইরূপ আলেম নিজেরাই পরে ধরা পড়িয়াছে, যাহাদের সম্বন্ধে সারা দেশে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল যে, দেখ, আহমদীয়া জামাত আরো একজন মৌলভীকে অপহরণ করিল। মৌলভী সাহেব রওয়ানা হইলেন শুক্কুরের (পাকিস্তানের একটি স্থানের নাম) উদ্দেশ্যে, কিন্তু তিনি গিয়া পেঁৗছিলেন কোয়েটায়। যখন তাহাকে কোয়েটায় আটক করা হইল তখন মৌলানা এইরূপ বর্ণনা দিল যে, "বস্. বুঝিতে পারিলাম না, আমার মাথার যে কি হইয়া গেল! যেখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল সেখানে না নামিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গেলাম।" ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, তাহাকে আটক করার দরুনই এখন এইরূপ কথা বলিতেছে। অবশেষে জানিতে পারা গেল যে, উক্ত মৌলানা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অন্যথা অপহরণের আরো একটি কেইস দাঁড় করানো হইত। এখন ব্যাপারটা এই পর্যায়ে পেঁৗছিয়াছে যে, কোন কোন আলেম ইহা পছন্দ করে না যে তাহাদের সন্তানেরা সত্য সত্যই দৃষ্টির অগোচর হইয়া যাক্। তাহারা এখন অন্য একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, মঞ্জুর চিনিউটি নামে কোন একজন মৌলানা, এই সকল ব্যাপারে যাহার মস্তিষ্ক খুবই উর্বর সে চিন্তা করিয়া এই উপায় বাহির করিল যে, কোন কোন আহমদী মঞ্জুর চিনিউটীর ছেলে মনে করিয়া অন্য একটি ছেলেকে অপহরণের চেষ্টা করিতেছিল। অতএব এই সকল অপরাধে আহমদীকে গ্রেফতার করা উচিত।

পুরাতন মামলায়, যেখানে কোন কোন গুন্ডা বদমায়েস নেহায়েত নোংরা অপবাদ কোন আহমদীর উপর আরোপ করিয়াছিল এবং যে মামলাগুলির ব্যাপারে পুলিশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, অপবাদগুলি এত বাজে ও বেহুদা যে, ঐগুলির শুনানীরই কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহারা ঐ সকল কাগজপত্র অফিসে ফাইলবন্দী করিয়া উঠাইয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহারা এই সমস্ত কাগজ পত্র বাহির করিয়া পুনরায় ঐ গুলির উপর মোকদ্দমা সাজাইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে যেভাবে বিচার করা হইতেছে, উহার প্রত্যেক দিক

সম্বন্ধে আমি মাত্র এক একটি বা দুই দুইটি উদাহরণ দিতেছি। কিন্তু এইরূপ বহু উদাহরণ মৌজুদ রহিয়াছে। চাকুরীজীবিদেরকে (আহমদী চাকুরীজীবি) বরখাস্ত করা হইতেছে। কেবলমাত্র সরকারী চাকুরীজীবিদেরকেই বরখাস্ত করা হইতেছে না, বরং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতেও চাকুরী-জীবিদিগকে সরকারী নির্দেশক্রমে বরখাস্ত করা হইতেছে।

সম্ভবতঃ একটি ঘটনা আমি পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। ঘটনাটি হইল এই যে, কোন একটি মিলে একজন আহমদী কর্মচারীকে ডেপুটি কমিশনারের নির্দেশে এই জন্য বরখাস্ত করা হইয়াছে যে, ঐ ব্যক্তি ষ্টেনোগ্রাফার ছিল। নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন আহমদী থাকিতে পারে না। কিন্তু ম্যানাজার বলিয়াছিল যে, কেন Key Post (গুরুত্বপূর্ণ পদ) এ আহমদী নাই। ঐ ম্যানেজারকেও ধমক খাইতে হইয়াছিল, যে বলিয়াছিল যে গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন আহমদী নাই। যাহা হউক উক্ত আহমদীকে উপরের নির্দেশে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইল। আরও বলা হইল যে, যেহেতু তুমি একজন আহমদী, অতএব মিলের কোয়াটারে বসবাস করার কোন অধিকার তোমার নাই। অতএব নেকির খাতিরে ও সওয়াবের খাতিরে তাহার নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ কোয়াটার ছিনাইয়া লওয়া হইল। উক্ত আহমদী প্রথমে আমাকে জানাইয়াছিল যে, "আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, এই কোরবানী আমিই করিয়াছি। তাহারা আমাকে বলিয়াছিল যে, তুমি বলিয়া দাও যে আমি আহমদী নই। তাহা হইলে তোমাকে আমরা এখনই কোয়াটার ফিরাইয়া দিব। আমি বলিলাম যে, প্রশ্নই উঠে না। তোমরা আমাকে বাহির করিয়া দাও। বরং তোমাদের যেমন মর্জি আমার উপর জুলুম কর। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে, আমি কোয়াটারের জন্য অথবা কোন পার্থিব লোভ লালসার জন্য আহমদীয়াতকে অস্বীকার করি? তখন তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিল। কিন্তু অতঃপর আমার মনে হইল যে, আমার চাইতেতো আমার স্ত্রী অধিক কোরবানী করিয়াছে। আমার স্ত্রী ঐ সময় আট মাসের গর্ভবতী ছিল। একদিকে কোয়াটার ছিল স্বল্প পরিসর, অপরদিকে গরম ছিল প্রচন্ড এবং পাখারও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। প্রথম হইতেই তাহার শরীর অসুস্থ ছিল। সে কেবল সাহসের সংগেই দিন যাপন করে নাই, বরং আমাকেও সাহস দিতে ছিল যে, খবরদার, কোন ব্যাপারেই ভয় করার প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু ঘটিবে, ঘটিতে দাও। বস্তুতঃ এইরূপেই পাকিস্তানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইতেছে।

আরো একটি মজাদার গল্প এই বলিয়া চালানো হইতেছে যে, আহমদীদের নিকট হইতে আলেমদের কাছে লিখিতভাবে ধমক আসিতে শুরু করিয়াছে। প্রত্যেকটি লিখিত ধমক যাহা কোন আহমদীর প্রতি আরোপ করিয়া দেওয়া হয়, উহার উপর ভিত্তি করিয়া মোকদ্দমা রুজু করিয়া দেওয়া হইতেছে। এইরূপ জাহেলী ধরণের ব্যাপার ঘটিতেছে যে, পৃথিবীর কোন সরকার ধারণাই করিতে পারে না যে, এই ধরণের কথাতেও কোন ব্যক্তিকে আটক করা যাইতে পারে এবং এইগুলির কোন গুরুত্বও দেওয়া যাইতে পারে যে, হাঁ, এইরূপ হইতে পারে। সুলতান মাহমূদ সাহেদ সাহেব আমাদের নাযের, ইসলাহ ও ইরশাদ। তাঁহার প্যাডে তাঁহার নাম দস্তখত করিয়া রাবওয়ার এক মৌলানাকে চিঠি দেওয়া হইয়াছে যে, "আমি নাযের, ইসলাহ ও ইরসাদ তোমাকে বলিতেছি যে, যদি তুমি আবোল তাবোল কথা বার্তা বলা হইতে বিরত না হও, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত এইরূপ আচরণ করিব যে, যেখানে আসলাম কোরাইসী রহিয়াছে তোমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিব।" কিন্তু ধমকের এই চিঠিও দস্তখত তাঁহার নয়। তাহারা সুলতান মাহমুদ সাহেদ সাহেবের দস্তখত নকল করার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা করিতে পারে নাই। এই ব্যাপারটি পুলিশ রীতিমত মোকদ্দমার উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়াছে যে, হাঁ, ইহা ঠিক, ইনিই (সুলতান মাহমুদ সাহেদ সাহেব) এই চিঠি লিখিয়াছেন। জাহেলীয়াতেরও একটা সীমা

থাকা উচিত। কমিউনিষ্ট সরকারগুলি সম্বন্ধে বড় বড় জুলুমের গল্প কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহাদের প্রতি এই সকল জুলুমের কাহিনী আরোপ করা হয়। হইতে পারে যে, ঐগুলি কল্পিত বা সত্য। কিন্তু ঐগুলীর মধ্যে জাহেলীয়াত নেই। ঐগুলীর মধ্যে কলা কৌশল ও জ্ঞান গরীমা দেখিতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানে যে জুলুম সংঘটিত হইতেছে, উহাতে না আছে কলা কৌশল, না আছে জ্ঞান গরীমা। কেবলমাত্র সীদ্ধান্ত ইহাই করা হইয়াছে যে, যেভাবেই হউক জুলুম করিতে হইবে।

পৃথিবীর সুসভ্য সরকারগুলির মধ্যে কখনো ইহা দেখা যায় নাই যে, ধর্মীয় দিক হইতে তাহারা কোন ফেরকাভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং নিজ নাগরিকদের নিকট হইতে আদায়কৃত কর দ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে ফেরকাভুক্ত হইয়া তাহাদের ধর্মের উপরই আক্রমণ শুরু করিয়া দিয়াছে। কোন কোন সরকারের শাসন আমলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন ধর্ম সম্বন্ধে নানা ধরণের কথা বলা হয়, অথবা কোন কোন ফেরকাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধরণের তামাসা উক্ত পক্ষপাত-দুষ্ট সরকারগুলির মধ্যেও কখনো দেখা যায় নাই যে, সরকার একটি ধর্মীয় ফেরকাভুক্ত হইয়া অন্য ফেরকার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক বই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কেবল বই পুস্তকই প্রকাশ করে নাই, বরং নেহায়েত মিথ্যা ও হীন অপবাদের উপর ভিত্তি করিয়া বই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে। যখন ইহার মোকাবেলায় বলা হয় যে, এইগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন এবং আমাদিগকে ইহার অনুমতি দেওয়া হউক, তখন তাহারা (পাকিস্তান সরকার) বলে যে, তোমাদের উত্তর দেওয়ার কি অধিকার আছে? ইহাতো আমাদের একমাত্র কাজ যে, আমরা ফয়সালা দান করিব এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া মৌলভীদের দ্বারা নেহায়েত নোংরা ও অশ্লীল অপবাদ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেসালামের উপর আরোপ করাইয়া এবং তাহাদের দ্বারা আবোল তাবোল কথাবার্তা বলাইয়া তাহাদের মুখ কালো করিয়া দিব।

আশ্চর্য, মিথ্যা বলার সময়ও কোন জ্ঞান খরচ করা হয় নাই। কোন কোন মিথ্যা হাওয়ালা যাহা জাতীয় সংসদে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম অথবা তাঁহার পুস্তকাদির প্রতি আরোপ করিয়া পেশ করা হইয়াছিল এবং তথায় হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) বলিয়াছিলেন যে, মিঞা সাহেবরা! হাওয়ালা-তো সংশোধন করিয়া লও। যাহা কিছু বলিতে হয় বল। কিন্তু অন্ততঃপক্ষে আমি তোমাদিগকে হাওয়ালা শুদ্ধ করিয়া বলিয়া দিতেছি যে, হাওয়ালা উহা নয়, বরং উহা উদাহরণস্বরূপ, ফস্‌লুল খেতাব নামে একটি বই আছে। ঐ বইটির প্রণেতা হইলেন হযরত মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ)। এই বইটির নাম সম্ভবতঃ ফস্‌লুল খেতাব অথবা এই জাতীয় কিছু। ইহার নাম এখন আমার স্মরণ হইতেছে না। (বইটির প্রকৃত নাম কওলুল ফস্‌ল—অনুবাদক)। কিন্তু একটি বই আছে যাহা হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লিখিয়াছেন। যখন ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে মামলা পেশ করা হইল, তখন উপরোক্ত বইটি হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) এর প্রতি আরোপ করিয়া এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, "এখন বল, তোমরাতো

বলিতে আমাদের আলেমগণ কিছু একটা লিখিয়া দিয়া থাকিলে আমরা উহার কি জানি?" এখন দেখিয়া লও, ইহাতো তোমাদের খলিফার কথা। তোমাদের খলিফা এই কথা লিখিতেছে।" তখন হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) বলিলেন যে, তোমরা এত ভুল হাওয়ালা দিতেছ যে ইহাও উহাদের অন্যতম। ইহাতে তোমরা প্রণেতার নামই পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছ। মীর্যা বশীর আহমদ (রাঃ) খলিফা ছিলেন না। বরং মীর্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) খলিফা ছিলেন। তিনি (হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রাঃ) ব্যাপারটি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর পাকিস্তান সরকার যে শ্বেত পত্র প্রকাশ করিয়াছে উহাতে উপরোক্ত হাওয়ালা ঐ ভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহারা এতটুকু কষ্ট স্বীকারও করে নাই যে, যে মিথ্যা সম্বন্ধে পূর্বে আহমদীয়া জামাত নিজেরাই বলিয়া দিয়াছিল, বরং পদ্ধতিও নির্দেশ করিয়াছিল যে ইহাকে এইভাবে ব্যবহার করিবে, তথাপি তাহারা এই ব্যাপারে এতটুকু আক্কেল জ্ঞান প্রয়োগ করিল না।

কোন কোন বই যেইগুলির তাহারা কল্পিত নাম দিয়াছিল, ঐগুলি শ্বেতপত্রে ঐ সকল কল্পিত নামেই প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, এইরূপ কল্পিত নাম প্রকাশ করা হইয়াছে যেমন, "গোলাম আহমদ সাহেব-এর এর সাদাত", "প্রণেতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী"। এইরূপ যতসব উলট পালট কথা শ্বেতপত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর পূর্বাপর সম্পর্ক রাখার জন্য যে সকল হাওয়ালা উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐগুলিও এই অর্থে মিথ্যা যে ডানে বামে কোন দিকেই তাকানো হয় নাই। বক্তার যে বিষয়ে বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যই ছিল না, ঐ বিষয়ে হাওয়ালা পেশ করা হইয়াছে এবং এই কথার প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, নাঊযুবিল্লাহ মিন যালেক, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজেকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। জাহেলিয়াতেরও সীমা আছে: হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর বই পুস্তক যাহারা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতেও পড়িয়াছে, তাহারা আর যাহাই বলুক অন্ততঃ উপরোক্ত অপবাদ দিতে পারিবে না।

এইরূপ বড় বড় বিরুদ্ধবাদী ছিল যাহারা বলিত যে, মির্জা সাহেবের কোন কথাই আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু এই কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রেমিক ছিলেন। মরহুম জাফর আলী খান নিজ মসজিদের গায়ে যে কবিতা লিখিয়া ছিলেন, উহা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর লিখিত কবিতা। যখন রসুল প্রেমের আলোচনা চলিত, তখন সেকালের কট্টর বিরুদ্ধবাদীও নিশ্চিতভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর লেখা হইতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করিত। ইহা ছাড়া তাহাদের কোন উপায় ছিল না। তাহারা কবিতাও তাঁহার লেখা হইতে গ্রহণ করিত এবং গদ্যও তাঁহার লেখা হইতে গ্রহণ করিত। কিন্তু এই যুগেরতো চেহারাই সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে এই অপবাদ দেওয়ার হিম্মত হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ, তিনি নিজকে হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে শ্রেয়ঃ মনে করিতেন! তিনি লিখিয়াছেন যে, আমার আমল যদি হিমালয়

পর্বতের সমানও হইত এবং একটি ব্যাপারেও যদি আমি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতাম, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার নিকট আমার আমলের এতটুকু মূল্য থাকিত না, যতটুকু মূল্য মোরগের একটি পালকের রহিয়াছে এবং এমতাবস্থায় আমার সমস্ত আমল উঠাইয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইত। তাঁহার হৃদয়ে ইহাই ছিল হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও প্রতাপ।

কিন্তু ঐ সুপরিকল্পিত শ্বেতপত্রে ইহাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এখন দেখ, প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) নিজকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর চাইতে শ্রেয় মনে করিতেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর উপর আরও একটি অপবাদ চাপানো হইয়াছে যে, তিনি খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ববাসী এই কথা জানে, সমগ্র পাকিস্তানবাসী এই কথা জানে এবং তাহারা নিজেরাও এই কথা জানে যে, ইহা মিথ্যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তো তাঁহার আগমনের দুইটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। একটি হইল তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যটি হইল মানব জাতির মধ্যে খাঁটি সহানুভূতি স্থাপন করা। তিনি বলেন যে, আমি দুইটি উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছি। তাঁহার যাবতীয় লেখা তৌহিদের শান ও মর্যাদায় ভরপুর। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর লেখাগুলিতে খোদাতায়ালার মহব্বত ও প্রেমের যে বাণীগুলি লিপিবদ্ধ আছে, ঐগুলি এতই শক্তিশালী যে, ঐগুলি শুনিলে সাধারণ শ্রোতারা বিভোর হইয়া যায়।

একদা আমি সরকারী কলেজের নতুন হোষ্টেলে থাকাকালীন সময়ে "কিশতিয়ে নূহ" পড়িতে পড়িতে নামাজের সময় হইয়া গেল। আমি "কিশতিহে নূহের" ঐ অংশ পড়িতেছিলাম, যেখানে লেখা আছে "আমাদের খোদাই আমাদের বেহেস্ত! আমাদের খোদাই আমাদের সব আনন্দ।" এই অবস্থায় বইটি পড়া বন্ধ করিয়া আমি নামাজ শুরু করিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে আমার এক গয়ের আহমদী বন্ধু তথায় আগমন করিল এবং সে আমার অপেক্ষা করিতে করিতে ঐ জায়গা হইতে উপরোক্ত বইটি উঠাইয়া লইয়া পড়িতে শুরু করিল। সে বইটি পড়িয়া এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার মত ধৈর্য্যও তাহার রহিল না। সে উচ্চ কণ্ঠে মাথা দোলাইতে দোলাইতে উপরোক্ত বাক্যগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল এবং সংগে সংগে বলিতে লাগিল যে, "আশ্চার্য্যজনক লেখা। ইহা কাহার লেখা?' নামাজ হইতে অবসর হইয়া আমি তাহাকে বলিলাম যে, ইহাতো হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর লেখা। তখন সে কিছুটা উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহার পর তাহার বিরুদ্ধাচরণের ঐ রঙ আর কখনো রহিল না! ঐ যুগে সৌজন্য বিদ্যমান ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুর পূর্বে যে উত্তেজনা ছিল, ঐ উত্তেজনা আর কখনো সে দেখায় নাই। অতঃপর আমার বন্ধুর এইদিন হইতে পরিবর্তন হইয়া গেল যে, সে আর কখনো বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। বরং অন্যদের মজলিসে বসিয়াও সে সর্বদাই আহমদীয়তের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে এই কথা বলিত যে, ইহারা (আহমদীরা) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও খোদার প্রেমিক।

যাহাহউক. এখন যুগের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং সরকার অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, নাউযুবিল্লাহ, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) খোদা হওয়ার দাবী করিয়াছেন এবং তিনি নিজেকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে নিজেকে শ্রেয় মনে করিতেন। এমনটি কেন হইতেছে? দিব্য সত্য ইহাই যে. যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকে এবং এই বিপদের আশংকা করা হয় যে, যাহারা তাঁহাকে দেখিবে, তাহারা তাঁহার প্রেমিকে পরিণত হইয়া যাইবে। ইহা প্রতিহত করার জন্য তাঁহাকে একজন কল্পিত মানুষ বানাইয়া তাঁহাকে অলুক্ষণে ও তাঁহার চেহারাকে কুশ্রীরূপে পেশ করা হয়। আহমদীয়াতকে তাহারা (পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভীরা) এখন এইভাবে পেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই। যদি তাহারা আহমদীয়াতকে উহার প্রকৃত পোষাকে ও প্রকৃত অবস্থায় দুনিয়ার সামনে পেশ করিতে দেয়, যেভাবে আহমদীরা বিশ্বাস করে ও যেভাবে আহমদীরা দুনিয়াতে আহমদীয়াতকে পেশ করিতে চায়, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে দেশবাসী আহমদী হইতে শুরু করিবে এবং দেশের পর দেশ আহমদী হইতে শুরু করিবে। তাহাদের হীন উদ্দেশ্য এখন ইহাই যে, আহমদীয়াতকে বিকৃত করিয়া পেশ করিতে হইবে যাহাতে প্রকৃত সত্য কেহ না জানিতে পারে। এই কারণে কাল্পনিক কথা তৈয়ার করা হইতেছে।

জাহেলিয়াতের যুগে ইংল্যাণ্ডেও এই প্রথা ছিল যে, তাহারা কুশ পুত্তলিকা তৈয়ার করিয়া উহাতে সূঁচ ফুটাইয়া দিত। ইহা তাহাদের যাদু ছিল। তাহাদের ইহাই বিশ্বাস ছিল যে, আসল মানুষটির নিকট পৌছাইতে পারা না গেলে তাহার কুশ পুত্তলিকার মধ্যে সুঁচ বিধিয়া দাও। তাহারা মনে করিত যে, ইহাতে কুশ পুত্তলিকার ব্যাথা আসল মানুষটির দেহে গিয়া পৌঁছিবে। অতএব পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের মৌলভীরা আহমদীয়াত সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা তৈয়ার করিয়া উহার মধ্যে কাঁটা বিধাইয়া দিল। কিন্তু তাহাদের পূর্বের যাদু কোন কাজে আসিল না। অবশ্য এই যাদু এতটুকুতো ক্রিয়া করিয়াছে যে, কাল্পনিক কুশ পুত্তলিকার মধ্যে যে সুঁচ বিধান হইয়াছে, উহার ব্যাথা আহমদীদের নিকট নিশ্চয়ই পৌছিয়াছে। আহমদীরা জানে যে, এই পুত্তলিকা কাল্পনিক। কিন্তু তাহারা সুঁচের অগ্রভাগ আসল ও প্রকৃত মানুষদের হৃদয়ে বিধিয়া দিতেছে। কেননা আহমদীদের প্রিয়তম ব্যক্তিগণকে অশ্লীল গালাগালি করা হইতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অশ্লীল কথা বলা হইতেছে। ইহারই নাম ইনসাফ।

এই দেশেতো ন্যায় বিচারের অবস্থা এইরূপ যে, মৃত ব্যক্তিদের (আহমদী) দেহ কবর হইতে উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে এবং আহমদীদের মৃত দেহ বলপূর্বক কবরস্থান হইতে এই অজুহাতে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাতে কবরস্থান অপবিত্র হইয়া যায়।

সমগ্র পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কত ধরনের লোকের সংগে অন্য কত ধরনের লোকের এক সংগে দাফন (কবর দেওয়া) করা হইয়াছে। কত মহান ব্যক্তিদের সংগে অন্য লোকের এক সংগে কবর দেওয়া হইয়াছে। ইহা একটি লম্বা চওড়া অনুসন্ধানের ব্যাপার। কোথাও কোন বুজুর্গ ওলিআল্লাহর পার্শ্বেই কোন চোর, ডাকাত, ব্যাভিচারী ও দুষ্ট ব্যক্তির কবর দেওয়া হইয়াছে এবং একজনের কবর অন্য জনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতেছেনা। এমনকি সাহাবাগণের (রাঃ) কবরের পার্শ্বেই মোশরেকদের (পৌত্তলিক) কবর রহিয়াছে। ঐতিহাসিকভাবে ইহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে, বড় বড় বুজুর্গ সাহাবাগণের (রাঃ) কবরের পার্শ্বেই মোশরেকদের কবর রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন কষ্ট হইতেছে না। একমাত্র আহমদীদের কবরই এইরূপ, যাহার দরুন পার্শ্বের কবরের মানুষটির উপর তৎক্ষণাত আযাব (শাস্তি) শুরু হইয়া যায়। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আল্লাহ-তায়ালার ইনসাফ কি লোপ হইতে পারে ? আফসোস, এই নিযাম (ব্যবস্থা) কিরূপে বদলাইয়া গেল ? যদি একজন আহমদীর আযাব পার্শ্ববর্তী লোক ভোগ করে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার সওয়াব (পুণ্য) উক্ত আহমদী লাভ করিতেছে। ইহাতেও বোধ হয় তাহারা কষ্ট পায় !

সব কথা উলট পালট হইয়া গিয়াছে। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি উলটিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহারা মনে করে যে, আল্লাহর দরবারেও কোন ইনসাফ নাই। একজন আহমদীকে যদি গয়ের আহমদীর কবরস্থানে দাফন করা হয়, তাহা হইলে সকল মৃত ব্যক্তির উপর আযাব শুরু হইয়া যাইবে। এইজন্য আহমদীদের মৃত দেহ কবর হইতে উঠাইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করা হইতেছে এবং এই কাজে আবার গর্ব বোধ করা হইতেছে। মজার ব্যাপার এই যে, এই জাতীয় কাজ করিয়া ইহারা দেশে মাথা উচু করিয়া ফিরিতেছে এবং একে অন্যকে সাবাস দিতেছে। দেশের পত্রিকাগুলি বাদশাহের প্রশংসায় উৎসর্গকৃত যে, কিরূপ আজীমুশশান ইসলামী বাদশাহ আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি এত আজীমুশশান কাজ করিয়াছেন যে আহ-মদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া দেশের সামগ্রিক পরিবেশই বদলাইয়া ফেলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ : **নজির আহমদ ভূঁইয়া**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পূণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।"

(কিশ্‌তি-এ-নূহ্)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আসন্ন বিজয়ের ঐশী প্রতিশ্রুতি

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

{ ১৬ই নভেম্বর '৮৪ লণ্ডনে প্রদত্ত খোৎবা-জুমুয়ার শেষাংশ }

হুজুর (আইঃ) পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আহমদীয়াতের আসন্ন বিজয় সম্পর্কিত একটি নতুত ঐশী প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করিতে গিয়া হুজুর (আইঃ) বলেন :—

"এক দিকে শত্রুরা নোংরামিতে, হিংসা ও ক্রোধে নিজেদেরকে পোড়াইয়া ছাই করার জন্য দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে, অন্যদিকে আল্লাহতায়ালা আহমদীদেরকে যে উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশসীমার দিকে লইয়া চলিয়াছেন, সেটা চিন্তা ও ধারণায় আসিতে পারে না।·········· ইহা রুহানীয়তের একটি অবস্থা বিশেষ, যাহা আল্লাহর ভালবাসা ও প্রেমের ফলে ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। সেই উন্নতি যাহা ঐ আয়াতে (সুরা ফাতাহর শেষ আয়াত) উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা আমি আপনাদের সম্মুখে ইতিপূর্বে তেলাওয়াত করিয়াছি যে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুভূত হইতেছে এবং যখন ইহা উপলব্ধি করা যাইতেছে তখন কি করিয়া সম্ভব যে, ক্রোধের সূচনা হইবে না? আমরা আমাদের অগ্রগতির স্রোত তো আর এই বলিয়া থামাইয়া রাখিতে পারি না যে, অন্যরা কষ্ট পায়। বিপক্ষীয়দের কষ্ট আপনাদের অগ্রগতীকে রোধ করতে পারে না। কারণ, তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারিত নহে। এই জন্য আপনারা নির্ভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকুন। আল্লাহতায়ালা ইতিপুর্বেই আমাকে 'রুইয়ার' মাধ্যমে সুসংবাদ দান করিয়াছেন এবং অতঃপর একটি অতি প্রিয় কাশফী দৃশ্য দেখাইয়াছেন, যাহা এখন আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করিতে চাই।

কিছু দিন পূর্বে হঠাৎ আমি দেখিলাম যে, ইসলামাবাদে যাহা ইংল্যাণ্ডে এখন আমাদের ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় মোকাম হিসাবে আছে, আমি সেই জায়গায় প্রবেশ করিতেছি, যেখানে আমি নামায পড়াইয়াছিলাম। সকলে সারীবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন এবং এইভাবে অপেক্ষায় ছিলেন। হঠাৎ সেই মুহূর্তে চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ সাহেবকে আমি দেখিতে পাইলাম। বিগত ১৫/২০ বছর আগে তাঁর শারীরিক অবস্থা যেমন ছিল ঠিক তেমনই তাহাকে দেখিয়াছিলাম এবং মাথায় রুমী টুপি পড়া ছিল, যাহা তিনি আগে পারিতেন এবং তখন তাহাকে খুব সুস্থ সবল দেখাইতেছিল এবং তিনি ঠিক ইমামের জায়গায় পিছনে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তিনি নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আমি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "চৌধুরী সাহেব আপনি কবে এলেন? আপনিতো অসুস্থ ছিলেন। হঠাৎ কেমন করে এলেন?" অতঃপর সেই দৃশ্যটি হঠাৎ উধাও হইয়া যায়। আমার চক্ষুদ্বয় খোলা ছিল এবং যেই দৃশ্যটি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম তাহা পুনরায় সামনে আসিয়া গেল। অতএব, আল্লাহতায়ালা এরূপ সুসংবাদ দিয়া থাকেন এবং দিতেছেন,

যার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লহতায়ালার প্রদত্ত বিজয় এর প্রতিশ্রুতি শীঘ্রই পূর্ণ হইবে। এই কথাগুলি উহা হইতে পৃথক কারণ জামাত সকল অবস্থাতেই উন্নতির দিকেই অগ্রসর রহিয়াছে। আল্লাহ যতদিন আমাদের অপেক্ষায় রাখিবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করিব, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমরা কিছু হারাইতেছি না। আমাদের পক্ষ হইতে কিছু যাইতেছে না। ইহা ক্ষতির কোন ব্যবসাতো নয়ই। তাই আমি এই জন্য সান্ত্বনা দিতেছি যে, খোদাতায়ালার লীলা অদ্ভুত। মোমেনগণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোরবানী দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা তার উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ইহার বিনিময় পরে আল্লাহতায়ালা তাহাকে রুহানী স্বাদে পুরুস্কৃত করেন। ইহা আল্লাহতায়ালার প্রতিশ্রুতি যাহার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছি। সুতরাং এই কাশফের পরে আল্লাহতায়ালা আরেকটি অনুগ্রহ করিলেন। ইহা সেইদিন গুলোর কথা যখন পাকিস্তানের দরুন, হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া ঘুম হইতেছিল না, তখন একদিন সকালে আল্লাহতায়ালা এক মর্যাদা পূর্ণ কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, "আসসালামো আলাইকুম" ইহা একটি মধুর এবং উজ্জ্বল কণ্ঠের আওয়াজ ছিল, এবং ইহা মীর্যা মুজাফফর আহমদের কণ্ঠের সাদৃশ্য ছিল। অর্থাৎ যে দৃশ্য আমি দেখিয়াছিলাম এবং যে আওয়াজ আমি শুনিয়াছিলাম তখন মনে হইতেছিল যে, তিনি আমার কামড়ার দিকে আসিতেছেন এবং বাহির হইতে "আসসালামো আলাইকুম" বলিয়া আমার কামড়ায় প্রবেশ করিতেছেন। তখন কিন্তু আমার এই খেয়াল নাই যে, ইহা একটি এলহামী অবস্থা বিশেষ। কারণ আমি সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু যে পরিবেশ ছিল উহার সংগে তাহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং আমার মধ্যে ইহার প্রতিক্রীয়া এইরূপ হইল যে, আমি উঠিয়া বাহিরে গিয়া তাঁহার সাথে মিলিত হই এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশেষ অবস্থার সমাপ্তি ঘটিল। আমি উপলব্ধি করিলাম আল্লাহতায়ালা শুধু 'আসসালামো আলাইকুম'-এর প্রতিশ্রুতি দেন নাই বরং (ظفر) অর্থাৎ বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিলেন। মুজাফফরের আওয়াজে "আসসালামো আলাইকুম" পৌছাইয়া দেওয়া একটি গভীর ও মহা সুসংবাদ। অন্যদিকে ইহার পূর্বে আল্লাহতায়ালা জাফরুল্লাহ খানকে দেখাইয়াছেন। অতএব, উভয়েই জাফর (বিজয়) সাদৃশ্যমূলক। এইজন্য আমি আপনাদেরকে সান্ত্বনা দিতেছি. ইহার অর্থ ইহা নয় যে. জুলুম অত্যাচারের কানুন বৃদ্ধি সমাপ্তি হইবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য জুলুমের অগ্নিসঞ্চার করা হয় নাই? কিন্তু আল্লাহতায়ালা উহার উত্তরে কি বলিয়াছিলেন— يا نار كونى بردا و سلاما على ابراهيم (অর্থাৎ যে আগুন তুমি ইব্রাহীমের প্রতি শিতল হইয়া যাও।

সুতরাং তাহারা যতই অগ্নিশীখা প্রদিপ্ত করুক, আমি আপনাদেরকে আশ্বাস প্রদান করিতেছি যে, সেই অগ্নিশীখা আপনাদের জন্যও সেই রূপ গোলাম-এর ন্যায় করা হইবে যেই রূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জন্য গোলাম করা হইয়াছিল। এখন খোদাতায়ালার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আপনাদেরকে রক্ষা করিবে। সুতরাং নির্ভিকতার সহিত ব্যাঘ্রের ন্যায় রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে. এই ইলহামের পর, যাহাতে

বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই, আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে কোন দুঃখ হইতে রক্ষা না করেন। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, কতিপয় মৌলবী কেন যদি সারা বিশ্বের মৌলবী-গণের অভিসম্পাতও একত্রিত হয় তবুও আপনাদের কিছু ক্ষতি করিতে পারিবে না। আমার খোদার প্লান এমন শক্তি রাখে যে, সমস্ত অভিসম্পাত চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইবে। খোদাতায়ালার এলহামের বাণী এলহামী শব্দের দ্বারা সমস্ত জামাতকে আমি 'আসসালামো আলাইকুম'' পৌছাইতেছি। এবং স্থির আশ্বাস দিতেছি যে, এই নিরাপত্তা আপনাদের জন্য অবধারিত। ইহাকে কেহ ব্যর্থ করিয়া দিতে পারিবে না। ইহারা কি, বা ইহাদের গালি-গালাজ বা কি জিনিষ? ইহার একই উত্তর এই যে, আপনারা পুর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় দ্রুতগামী হইয়া অগ্রসর হউন। অধিকন্তু মর্যাদা সহকারে ইসলামের কাফেলা অনিবার্য বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতেই থাকিবে। প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবাদ অগ্রগমনের পথে অন্তরায় হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অগ্রগমণের পথে তুচ্ছ ও অর্থহীন হইয়া থাকে এবং পশ্চাতেই পড়িয়া রহে। প্রত্যেক মঞ্জিলে অগ্রগমণের পথে নতুন নতুন প্রতিবাদ শুনিবেন। কিন্তু প্রত্যেক মঞ্জিলে প্রতিবাদকারীগণ পিছনেই পড়িয়া থাকে। কেবল মাত্র একই পথ রহিয়াছে যে, আপনাদের চলার গতি দ্রুততর করিয়া দেন যাহাতে তাহাদের চেঁচামেচি আপনাদের স্পর্শই করিতে না পারে। এমন দ্রুততর ও মর্যাদা সহকারে ইসলামের বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতে থাকুন যাহা দেখিতে দেখিতে সেই প্রতিশ্রুতি হয় যাহা উক্ত আয়াতে—বর্ণিত হইয়াছে। হ্যাঁ—আপনাদের মাধ্যমে, হ্যাঁ-হ্যাঁ- আপনাদের মাধ্যমেই সেই শুভদিন উদিত দেখিতে পাইবেন, সেই সূর্য নিজের চোখের সামনে উদিত দেখিবেন যখন ইসলাম অন্য সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিবে এবং আপনাদের আকা ও মওলা, আমাদের আকা ও মওলা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র জগতের বিস্তার লাভ করিবে। এক খোদা, এক রাজ্য হোক এবং সেটাই ইসলামের রাজ্য হোক। (ক্যাসেটকৃত খোৎবা হইতে অনুদিত): **মজহারুল হক্**

শুভ বিবাহ

গত ২৩/১১ '৮৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুময়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পটুয়াখালী এর প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মৎ মোবারেকা সিদ্দীকা (হাসি)-এর সহিত জনাব খান মোঃ মোশারেফ হোসেন, পিতা মরহুম আলহাজ্ব কাশেম আলী খান, গ্রাম চরচন্দ্রাইল, উপজেলা গলাচিপা, জেলা পটুয়াখালী-এর শুভ বিবাহ মং ৫০০১ (পাঁচ হাজার এক টাকা দেন-মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব এবং পিতার পক্ষে অলী হিসাবে ছিলেন দুলহানের চাচা জনাব এস, এম, দেলোয়ার হোসেন। এই বিবাহে জামাতের ও গয়ের জামাতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

এই বিবাহ ইসলাম ও আহমদীয়াতের উদ্দেশ্যে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা এবং ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

মজলুম বনাম জালেম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঃ

আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে কতিপয় উগ্রপন্থী আলেম ও মোল্লাশ্রেণীর লোক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অথবা পার্থিব উদ্দেশ্য পূর্ন করার লক্ষ্যে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা, মিথ্যা প্রচারনা এবং গুজব রটনা করে আসছে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সমকালীন আলেম সমাজই তাঁর বর্ণিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে তাঁকে নানাভাবে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করবে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যখনই কোন নবী-রসূল বা সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই তাঁকে ঠাট্টা ও হাসি-বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে (সূরা-ইয়াসীন ঃ ২য় রুকু)। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধেও হাসি-বিদ্রূপ, বাধা-বিপত্তির ঝড় প্রবাহিত হয়েছে এবং আজো সেই ঝড় বয়ে চলেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের উপর দিয়ে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না যে, বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে কোন কোন সীমা-লঙ্ঘন কারী নিতান্ত হীন-মন্যতার পরিচয় দিয়ে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এমন সব অতিরঞ্জিত প্রপাগন্ডা এবং ভ্রান্ত-ধারণা ছড়াচ্ছে যে, কোন সুস্থ-বুদ্ধি-সম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যক্তির মাথায় কখনই এরূপ পদ্ধতি (বিশেষতঃ ধর্মীয় ব্যাপারে) কখনই আসতে পারে বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাম্প্রতিক কোন কোন বিরুদ্ধ-বাদী কিছু কিছু প্রচার-পত্র এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন এবং এমন কিছু আহমদীয়া সাহিত্যের রেফারেন্স উল্লেখ করেছেন যেগুলোর মূলতঃ হয় কোন অস্তিত্বই নাই, অথবা সেগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত এবং প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং সর্বপ্রথমে একটি বহুল প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণা সুস্পষ্ট-রূপে দূর করে দেওয়ার জন্য উল্লেখ করছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের যে সকল প্রচারণায় বলা হয়েছে যে, আহমদীগণ 'কলেমা তৈয়ব' মানে না, অথবা তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রোজা ও হজ্জ পালন করে না, সেই সকল প্রচারনা সর্বৈব মিথ্যা।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত-ধারণা হলো এই যে, অনেকে বলে বেড়ান যে, আহমদীগণ আল্লাহকে মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানে না, পবিত্র কুরআন, সুন্নত ও হাদীস মানে না, ইত্যাদি। এই সকল কথা শুধু নির্জলা মিথ্যাই নয়, নিতান্তই মিথ্যার বেসাতী-ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত হতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতিত অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্নিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে তা যাবতীয় সত্য।" ('আইয়ামুস সুলেহ' পুস্তক, পৃঃ-৮৬)।

তৃতীয়তঃ, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আহমদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে 'খাতামান নবীয়িন' রূপে মান্য করে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা মাত্র। কেননা আহমদীগণ পবিত্র কুরআন মানে এবং সেই কুরআনে যেহেতু আল্লাহতা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে 'খাতমান নবীয়ীন' বলে অভিহিত করেছেন (সূরা আহযাব ঃ ৫ম রুকু), তাই তারা তাঁকে 'খাতামান নবীয়ীন' বলে অবশ্য অবশ্যই মান্য করে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ঘোষণা করেছেনঃ

"আমরা মুসলমান। আমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমায় বিশ্বাসী এবং খোদাতা'লার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে খাতামান নবীয়ীন বলে মানি।"

(নূরুল হক পুস্তক, খন্ড ১ম, পৃ-৫)

এই ঘোষণা সত্ত্বেও আহমদীদের বিরুদ্ধে অপ-প্রচার করার কোন যুক্তি-সংগত কারণ থাকতে পারে কি? স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'খাতামান নবীয়ীন' বাক্যাংশটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি? এ সম্বন্ধে আহমদীগণ যে মত পোষণ করে তা প্রাসঙ্গিক সুরা আহযাব এবং উহার বর্ণিত বিষয়াদির সংগে সামঞ্জস্যপুর্ণ, অতীতের বুজুর্গানে দ্বীনের ব্যাখ্যার সহিত সংগতিপুর্ণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকারী রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য খাতামান নবীয়ীন', 'খতমে নবুয়ত ও আহমদীয়া জামাত', Truth About 'Khatme Nabuat' প্রভৃতি পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য)।

চতুর্থতঃ প্রশ্ন হতে পারে যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মোকাম ও মর্যাদা কি? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, তিনি নিজেকে 'ইমাম মাহদী' ও মসীহ মওউদ' বলে খোদাতায়ালার নির্দেশে দাবী পেশ করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন:

"আমাকে খোদাতায়ালার পবিত্র এবং সুস্পষ্ট অহী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমি তাঁরই তরফ হতে প্রেরিত হয়েছি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং অঙ্গীকৃত মাহদী রূপে অভ্যান্তরীন ও বাহিক মতভেদ সমূহের মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে। আমার জন্য মসীহ ও মাহদী যে দুটি নাম রাখা হয়েছে উক্ত নাম দ্বারা হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করেছেন। পরে খোদাতা'লা আপন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা আমার এই নামই রেখেছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করছে যে, আমার এই নামই হোক।" ('আরবাইন' পুস্তক, প্রকাশ-কাল-১৯০০ খৃষ্টাব্দ)

বলাবাহুল্য যে, যারা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে 'ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ' বলে স্বীকার করেন না, তাঁরা তাদের মতে ভবিষ্যতে আগমনকারী 'ইমাম মাহদী' ও 'মসীহ'-কে কোন্ মোকাম ও মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিবেন? তিনি যদি তাদের মতে মসীহ (আঃ) রূপে আকাশ হতেই নেমে আসেন, তবে কি নবুয়ত-চ্যুত হয়েই আসবেন? দু'হাজার বছর আগের যে বনী-ইস্রায়েলী নবুয়তের পোষাক কি খুলে ফেলতে হবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত বিষয়টি রূপক অর্থে প্রযোজ্য। সেই কারণে আহমদীদের বিশ্বাস এই যে বনী ইস্রায়েলী হযরত মসীহ (আঃ) বহু পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন যা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। (আহমদীয়া মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র হতে এ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পুস্তকাদি সংগ্রহ করতে পারেন)। তা'হলে তার দ্বিতীয় আগমন দ্বারা 'মসীলে ইসা' অর্থাৎ ঈসা সদৃশ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হওয়ার কথাই বলা হয়েছে বলে মানা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বস্তুতঃ এরূপ ঘটনা নবুয়তের ইতিহাসে পূর্বেও ঘটেছিল। যখন বনী ইস্রায়েলী ঈসা (আঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমকালীন ইহুদীরা দাবী করেছিল যে, তাঁর আগমনের পুর্বে এলীয় (হযরত ইলিয়াস আঃ)-এর পুনরাগামনের ভবিষ্যদ্বানী পুর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই দাবীর উত্তরে হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন যে, ইয়াহিয়া (আঃ)-এর

আগমনের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একজন নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অন্য একজনের আগমন দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাওয়া নতুন কোন বিষয় নয়। বস্তুতঃ ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই রূপক ও আলঙ্কারিক অর্থে প্রযোজ্য হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইহুদী জাতি আক্ষরিক অর্থে এলীয় নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আশায় আজও কান্নাকাটি করছে! এখন পর্যন্ত তাদের সেই আশা এবং আকাংখা পূর্ণ হলো না।

মোট কথা, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মোকাম ও মর্যাদা ততখানি যা পবিত্র রসুল মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁকে দান করেছেন—অর্থাৎ তিনি ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হওয়ার মর্যাদা দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। মুহাম্মদী উম্মতে আগমনকারী ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন অবান্তর। কেননা আজ হতে ১৪০০ বছর আগে স্বয়ং হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁকে ঐ মোকামের অধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবী ঐ মোকাম ও মর্যাদা অপেক্ষা একটি অণু পরিমাণও কম বা বেশী নয়। তাই ইমাম মাহদী হিসেবে তিনি অবশ্যই 'সৎপথ প্রাপ্ত যুগ-ইমাম বা যুগের ধর্মীয় নেতা' হওয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে তিনি মুহাম্মদী উম্মতে আগমণকারী ঈসা বা মসীহ হিসেবে 'উম্মতী নবী' হওয়ার অধিকারী—যেহেতু একদিকে তিনি বনী ইস্রায়েলী ঈসা (আঃ)-এর 'মসিল' বা সদৃশ এবং অন্যদিকে মুহাম্মদী উম্মত হতে আবির্ভূত, তাই তাঁর দাবী ইসলামের গণ্ডিভুক্ত দাবী; ইসলামকে বাদ দিয়ে নতুন কোন ধর্ম অথবা পবিত্র কুরআনকে বাদ দিয়ে নতুন কোন শরীয়ত এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বাদ দিয়ে নতুন কোন শরীয়ত-দাতা নবীর কথা তিনি কখনই বলেন নাই; আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) নবুয়ত-চ্যুত হয়ে আসতে পারেন না; হাদিসে তিনি 'নবী উল্লাহ' (সহী মুসলিম ও মেশকাত দ্রষ্টব্য) বলে অভিহিত হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

আরো একটি বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হলো যাতে সকল প্রকার বিভ্রান্তি দূরীভূত হয়! প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী কি একই ব্যক্তি হবেন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন? বস্তুতঃ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় একই প্রতিশ্রুত মহামানবকে কখনও মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং কখনও ইমাম মাহদী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এতদ্বারা একজন ব্যক্তিরই দুটি গুণ প্রকাশক উপাধী প্রদান করা হয়েছে। সহী হাদিসে এসেছে যে 'লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসা ইবনু মারয়্যামা' অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরীয়ম ব্যতিত অন্য কেহ মাহদী নাই (ইবনে মাজা—বাব সিদ্দাতুজ্জমান)। অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি হবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, খণ্ড-২, পৃঃ ৪১১)। হিজরী ১২৯১ সালে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান প্রণীত 'হুজাজুল কিরামাহ' শীর্ষক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন (পৃ—১৩৯)। বস্তুতঃ বর্তমান যুগে আগমনকারী মহামানব ইমাম মাহদী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ উভয় উপাধী এবং উপাধীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন।

উল্লিখিত মোকাম ও মর্যাদার তিনটি মৌলিক বিষয় হলো (ক) সর্ব প্রথমে তিনি মুহাম্মদী উম্মতের অন্তর্ভুত এবং তাঁর সকল প্রকার মোকাম ও মর্যাদা মুহাম্মদী উম্মতী হওয়ার কারনেই সম্ভব হয়েছে; (খ) হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ইমাম মাহদীর পদ-মর্যাদা, এবং (গ) হযরত হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের যে মোকাম ও মর্যাদার দ্বারা ভূষিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সেই মোকাম ও মর্যাদা।

সুতরাং আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মূল পার্থক্য শুধু একটাই এবং তা'হলোঃ আহমদীগণ বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর যুগ এবং তাঁর আবির্ভাব হয়েছে—পক্ষান্তরে অন্যদের ধারণা এই যে, সেই যুগ এখনও আসে নাই এবং সেই মহামানব আরো পরে আসিবেন। ফলতঃ প্রশনটা হলো আন্তরিক বিশ্বাস-ঘটিত যা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। আহমদীগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং আধ্যাত্মিক পদ্ধতি ও ঐশী নিদর্শনাবলীর কষ্টি-পাথরে দাবীকারকের দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করে তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদের এই আন্তরিক বিশ্বাস ও চেতনা-বোধের জন্য তারা খোদাতা'লার কাছে দায়ী থাকবে—অন্য কোন মানুষ বা রাষ্ট্র যোর-জবরদস্তী করে তাদের উপর অন্য কিছু চাপিয়ে দওয়ার অধিকার রাখে না। মুসলিম সমাজ আজ বহু দল ও উপদলে বিভক্ত। কেউ সুন্নী, কেউ শিয়া, আহলে হাদীস, আহলে কুরআন, দেওবন্দী বেরলভী, ইসমাইলী ইত্যাদি। আমি যদি নিজেকে সুন্নী বলি, তবে শিয়া বা আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে সুন্নী মতবাদ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে কি? নিশ্চয়ই রাখে না। সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ইসলামে যে স্বাধীনতার শিক্ষা রয়েছে ('লা ইকরাহা ফিদ্দীন'-সূরা বাকারা) তা অক্ষরে অক্ষরে মানাই কি সর্বোত্তম পন্থা নয়? আশা করি সুধী সমাজ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন এবং যারা সীমা-লঙ্ঘনকারী তাদের অত্যাচার-মূলক কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা করবেন।

আজ এ কথা অনস্বীকার্য যে সকল বাধা-বিপত্তি এবং বিরুদ্ধবাদীদের অপ-প্রচার সত্ত্বেও সত্যাশ্রয়ী বান্দাগণ এক, দুই করে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও অঞ্চল হতে এসে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামের খেদমতের জন্য সুসংবদ্ধভাবে ইসলামী খেলাফতের পতাকা তলে এই মহান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে যে "আমরা ধর্মকে পার্থিব সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করিব।" বাস্তবক্ষেত্রে এই মহান সংকল্প ও প্রতিশ্রুতির ফলে সাফল্যের পর সাফল্য এবং অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই জামাত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে।

আজ সময় এসেছে মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলন, সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার, বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। তাই বিশেষ করে সুধী ও সদগুনবিশিষ্ট সভ্য সমাজের কাছে একটি উদাত্ত আহ্বান জানাতে চাই। আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্যে, আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে উন্মুক্ত বিচার-বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। দ্বিতীয়তঃ, উগ্রপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের একতরফা প্রচারনা ও ভ্রান্তধারণাগুলির দ্বারা প্রাভাবিত না হয়ে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীস ও ঐশী নির্দেশাবলীর আলোকে তথ্যানুসন্ধানের জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। তৃতীয়তঃ, সঠিকভাবে অনুসন্ধান না করে শুধু মাত্র শোনা কথা অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে ভাসা ভাসা জ্ঞানের ভিত্তিতে এই জামাত সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষন করা হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। চতুর্থতঃ, হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবী সমূহ তথা ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীর সত্যতা প্রমানের জন্য সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সমীপে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব প্রদান করেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন (সূরা বাকারা : ২৩ রুকু)। সুতরাং আহমদীয়া জামাত তথা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জামাতকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার আগে এই সকল পন্থায় অগ্রসর হতে হবে।

আর একটি শেষ অনুরোধ জানাবো এবং তা'হলো এই যে, যে সকল ব্যক্তি বা রাষ্ট্র ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটাচ্ছে, অন্যায় ও অত্যাচারমূলক নীতি অনুসরণ করছে এবং আহমদীদের মৌলিক মানবিক অধিকার হতে বল-পূর্বক বঞ্চিত করছে, তাদের প্রতি বাহ্যিক অথবা নৈতিক কোন প্রকার সমর্থন এবং সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত না করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সকলকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয় আদর্শ পালন করার দাবীকে সংরক্ষিত করুন। সভ্য সমাজের সচেতন নাগরিক হিসাবে এই মৌলিক মানবিক অধিকারের দাবীকে যেন আমরা সমুন্নত রাখি এবং কখনই পদ-দলিত না করি। (ক্রমশঃ)

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

শোক সংবাদ

১। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, চট্টগ্রাম জামাতের একজন প্রবীণ মোখলেছ আহমদী জনাব মৌলবী ইউছুফ আলী সাহেব দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর গত ১০-১২-৮৪ইং রোজ সোমবার দিন বিকালে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যু কালে উনার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, এক মেয়ে ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। উল্লেখ্য যে একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে জনাব ইউছুফ আলী সাহেবের জামাতে অনেক অবদান আছে। জনাব ইউছুফ আলী সাহেবের আত্মার মাগফিরাতের ও তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য্য ধারনের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি বি ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

ইসলাম*

ওরে আমার হারাণো মণি, ওরে আমার কুড়ানো ধন,
তোরে রাখব কোথায়, যতন করে, ভাবছি অনুক্ষণ।
আমার কুড়ে ঘরে রাখলে তোরে করছে মনে ভয়,
না জানি কখন, মোর সোহাগ-রতন আবার চুরি হয়।
তোর বদন কেন শুকিয়েছে, রংটি কেন মলিন এত?
(আহা) সোনার চাঁদ বাছারে আমার, না জানি দুঃখ পেয়েছ কত।
অনাদরে অযতনে তনুখানি এলিয়ে পড়েছে,
উপেক্ষায় অনশনে নয়ন কোণে অশ্রু ঝরিছে।
ছিলে যখন রাজার দুলাল, দুলত গলে সোনার হার,
খলিফার চোখের কাজল, ছাহাবীর জীবন আধার।
আদর করে তোমায় তারা, ধনে ধান্যে ছিল ভরা,
তোমার হাসিতে, হাসিত—সকলি, হাসিত এ বসুন্ধরা।
যে দিন তুমি হারিয়ে গেলে, আধখানি চাঁদ ডুবিয়ে গেল,
পৃথ্বী আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে তারার দল নিবিয়ে গেল।
ছুটিল বজ্র বিদ্যুৎ সনে, ঘন গর্জনে ভীত চরাচর,
পড়িল মোছলেম দর্প, নতশির, উঠিল না আর।
সেই হারাণো মণিটি পেয়েছি আবার বহুদিনের পরে,
বাছারে, একাকী কাঁদিতেছিলি দাঁড়িয়ে পথের ধারে,
হীরার মালা নাইকো গলে, স্বর্ণাভরণ কেড়ে নিয়েছে,
রতন সাজ কেড়ে নিয়ে ছিন্ন মলিন বসন দিয়েছে।
মোর কাঙালের ধন, তোরে চোখের আড়াল করব না,
ঢের ভুগেছি ঢের সয়েছি, বুকের বাহির করব না।
কুড়ে ঘর যদিও মোর, ভাংগা দোরটি হাওয়ায় দোলে,
হিয়ার মাঝারে রচিব ঘর, রাখব সদা কোলে কোলে।

আবু মহম্মদ হোছামদ্দীন হায়দার (মরহুম)
প্রাক্তন আমীর, কলিকাতা আঃ আঃ

---

* কবিতাটি চৌধুরী আবদুল মতিন সাহেব সংগ্রহ করিয়া পাক্ষিক 'আহমদী'-তে পুনঃপ্রকাশের জন্য প্রেরণ করেছেন। 'জাযাহুমুল্লাহতায়ালা আহ্সানাল জাযা'।—সম্পাদক

সংবাদঃ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সপ্তম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আল্লাহতায়ালার খাস ফজলে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর সপ্তম বার্ষিক ইজতেমা ৬ ও ৭ই ডিসেম্বর/৮৪ তারিখে বিশেষ সাফল্যের সহিত দারুত তবলীগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ৪১টি মজলিসের মধ্যে ২৩টি মজলিস থেকে ১১১ জন আনসার ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত বেশ কিছু সংখ্যক খোদ্দামও এতে অংশ গ্রহণ করে। ৬ই ডিসেম্বর ভোর রাত ৪টা থেকে ৭ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহর ১২-১৫ মিঃ পর্যন্ত ইজতেমার কার্যক্রম চলতে থাকে।

৬ই ডিসেম্বর ইজতেমায় উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন যে, আহমদীয়া জামাত আজ এক মহান অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে চলেছে এবং এই পরীক্ষা দিনের পর দিন কঠিন রূপ পরিগ্রহ করছে। এহেন সময় আনসারুল্লাহর কর্তব্য ও দায়িত্ব অপরিসীম। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বিভিন্ন বক্তৃতা ও নসিহত যা ক্যাসেটের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছুচ্ছ. ঐগুলি আমল করাই আনসারুল্লাহর কর্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, পাকিস্তানে যে আহমদী নির্যাতন চলছে উহার সম্বন্ধে বিশ্ববাসী টু শব্দটি পর্যন্ত করছে না। এ ব্যাপারে পৃথিবীর কোন সহানুভূতি নেই। কিন্তু এজন্য দুঃখের কোন কারণও নেই। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন এবং তাঁর অপূর্ব অপূর্ব নিদর্শন আমরা দেখতে পাচ্ছি। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ১৬ই নভেম্বর '৮৪ তারিখে প্রদত্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খোৎবার উল্লেখ করে বলেন যে, আল্লাহতায়ালা ইলহামের মাধ্যমে হুজুর (আইঃ) আহমদীয়াতের আসন্ন বিজয়ের শুভ সংবাদ দান করছেন। উক্ত কাশ্‌ফ ও ইলহাম তিনি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলির নিকট বর্ণনা করেন। অতএব, আমাদের মহান খলিফা যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন ঐ পথে আমাদের দ্রুত এগিয়ে যেতে হবে. যাতে আমরা এই বিজয়ে শরীক হতে পারি। এজন্য প্রত্যেক আনসারকে তবলিগে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং মালী কোরবানীর ময়দানে আরও এগিয়ে যেতে হবে ও খাসভাবে দোওয়া করতে হবে। বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর মোহতারম নায়েমে আলা সাহেব তাঁর ভাষণে বলেন যে, আনসারুল্লা যে আহাদ পাঠ করে উহাই তাহাদের কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি ইসলামের এশায়াত ও তবলিগের উপর জোর দেন ও সন্তানদেরকে তরবিয়ত করার জন্য বিশেষ উপদেশ দান করেন।

৬ই ডিসেম্বর 'দায়ী ইলাল্লাহ'' তাহরিক বাস্তবায়নে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব. আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থা ও ইস্তেকামাত এবং অগ্রগতি, ওয়াকফে আরজীর গুরুত্ব, বর্তমান পরিস্থিতিতে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের নিদর্শনাবলী, সীরাতে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)

দোওয়ার তাৎপর্য, একামতে সালাত, পর্দার গুরুত্ব, জামাতের বর্তমান অবস্থায় মালী কোরবানীর গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, জনাব খলিলুর রহমান সাহেব, মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব, আলহাজ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব, জনাব মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব ও জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিনে (৭ই ডিসেম্বর) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর ইলমে কালাম, ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব, "কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা" এর আলোকে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব, নেযামে ওসিয়ত ও উহার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেব, জনাব মযহারুল হক সাহেব, ও আলহাজ্ব তবারক আলী সাহেব। উপরোক্ত প্রতিটি বক্তৃতাই আল্লাহর ফজলে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী ছিল। উল্লেখ্য যে, ইজতেমার উভয় দিনই বাদ নামাজে ফজর কোরআন শরীফ, হাদিস ও মালফুজাতের দরস ও জিকরে হাবিব অনুষ্ঠিত হয়। তিনজন সদর মুরুব্বী ও জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব এতে অংশ গ্রহণ করেন। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় দিবসে হৃদয়গ্রাহী উর্দু বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৭ জন আনসার অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় জনাব যকি-উদ্দিন সাহেব, জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেব ও জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেবকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। অবশ্য সকল প্রতিযোগীকেই পুরস্কৃত করা হয়।

এক ঘন্টা স্থায়ী মজলিসে শুরায় তবলীগ, বিবাহ সাদী ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় আনসারগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দান করেন।

ইজতেমায় উপস্থিত মেহমানগণের জন্য খাওয়া-দাওয়া ও নাস্তার ব্যবস্থা করা হয় বাংলা-দেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর পক্ষ থেকে। ব্যবস্থাপনা ও খাওয়াদাওয়ার মান খুবই সন্তোষজনক ছিল। এই ইজতেমাকে সর্বোতভাবে কামিয়াব করার জন্য অনেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের মধ্যে জনাব এ, টি, এম হক সাহেব, জনাব শামসুর রহমান সাহেব, জনাব আবদুল কাদের ভুঁইয়া সাহেব ও মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাদের সকলের জন্য জামাতের বন্ধুগণের নিকট খাস দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বলেন যে, "এই ইজতেমা আমাদের আশার অতিরিক্ত কামিয়াব হয়েছে। এই জন্য আল্লাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করি। বাহিরের মজলিস গুলো যদি সকলে সাড়া দিত, তাহলে এই

ইজতেমা আরও সুন্দর হতো"। যে সকল কর্মী এই ইজতেমায় মেহনত করেছে, তিনি তাদের সকলের জন্য আল্লাহর নিকট দোওয়া করেন। তিনি আরও বলেন যে, আমরা যদি সারা বৎসর এমনিভাবে কাজ করে যাই, যেমন আমরা ইজতেমা উপলক্ষে করেছি, তাহলে বাংলাদেশের মজলিসগুলো সার্বিকভাবে উন্নতি লাভ করবে।

অতঃপর উর্দু বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং আহাদ ও দোওয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আহাদ ও দোওয়া পরিচালনা করেন যথাক্রমে মোহতারম নায়েবে আলা সাহেব ও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইজতেমার সমাপ্তির পর আহমদীয়তের আসন্ন বিজয় সম্পর্কিত হুজুরের (আইঃ) কাশ্‌ফ ও ইলহামের অতি গুরুত্বপূর্ণ খোৎবাটির ক্যাসেট ও উহার বঙ্গানুবাদ উপস্থিত শ্রোতাগণকে শুনানো হয়। এই খোৎবা শুনার পর সকলে পরম আবেগে উদ্বেল হয়ে পড়ে ও আল্লাহতায়ালার নিকট কৃতজ্ঞতায় সকলের মস্তক অবনত হয়ে পড়ে।

খাকসার—
নজির আহমদ ভুঁইয়া

বিভিন্ন জামাতে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে ১০ই ডিসেম্বর রোজ সোমবার মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে চট্টগ্রাম আঞ্জুমান প্রাঙ্গনে এক "সীরাতুন্নবী জলসা" অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আল্ হামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোজফফর আহমদ নিজামী সাহেব এবং নযম পাঠ করেন এম, এ, হান্নান। উক্ত জলসায় হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মোহতারম আমীর সাহেব প্রিন্সিপাল মোসলেহ উদ্দিন খাদেম সাহেব, জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব, জনাব চৌধুরী আজিজুর রহমান রহমান সাহেব, জনাব আল-আমীন সাহেব এবং জনাব বোখারুল ইসলাম সাহেব। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে নযম পাঠ করেন জনাব করিম উল্লাহ সাহেব। এই মহতী জলসা পরিচালনা করে এম, এ, হান্নান। শেষে দোওয়া ও মিষ্টি বিতরনের মাধ্যমে উক্ত জলসার সমাপ্তি ঘটে।

ব্রক্ষণবাড়িয়া ঃ

বিগত ৬ই ডিসেম্বর আহমদী পাড়াস্থ মসজিদ মোবারকে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার হুসেন সাহেবের সভাপতিত্বে জলসা সিরাতুন নবী (সাঃ) অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং উর্দু ও বাংলা নজম পাঠ করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোঃ শামসুজ্জামান সাহেব

নাদির আহমদ ও মোবারক আহমদ। তারপর সীরাতুননবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব ও মৌঃ সৈয়দ ইজাজ আহমদ সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণে সকলকে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আদর্শ ও সমষ্টিগত জীবনে নিষ্ঠার সহিত পালন ও রূপায়নের জন্য আহ্বান জানান। আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠার ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। অতঃপর দোওয়া ও উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে এই পবিত্র সভার সমাপ্তি ঘটে।

কটিয়াদী ঃ

বিগত ৭ই ডিসেম্বর বাদ নামায-জুময়া স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ মোঃ ইজাজুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তছলিমুদ্দীন আহমদ এবং নজম পাঠ করেন জনাব মৌঃ আবদুল মান্নান। অতঃপর সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুল হামিদ ভুঞা সাহেব ও হাফেজ মোহাম্মদ সেকান্দর আলী সাহেব। সর্বশেষে দোওয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বগুড়া ঃ

বগুড়া জামাত আহমদীয়া উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত সীরাতুন-নবী (সাঃ) উদযাপন করে। এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষার উপর বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা ঃ

উল্লেখ যোগ্য যে, দারুত-তবলীগ ঢাকায় ৫ ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত আনসারুল্লাহ ইজতেমাতে পবিত্র সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর উপর বক্তৃতা ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

(আহমদী রিপোর্ট)

শোক সংবাদ

১। অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানান যাইতেছে যে, ক্রোড়া জামাতের প্রবীণ আহমদী ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব আশফাক হুসেন ভুঞা (ওরফে চাঁদ মিয়া) সাহেব বিগত ১১ই ডিসেম্বর '৮৪ইং দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর প্রায় ১০৩ বৎসর বয়েসে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে……রাজেউন। মরহুমের রূহের মাগফিরাত ও দারাজাতের বুলন্দির জন্য এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের ধৈর্য ধারনের জন্য দোওয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে। মরহুম উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী-পরহেজগার আহমদী ছিলেন। নেজামে-খেলাফত ও সেলসেলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখিতেন। (আহমদী রিপোর্ট)

২। দোহাতা আঃ আঃ এর প্রেসিডেন্ট জনাব হাকিম উদ্দীন চৌধুরী সাহেবের মাতা মোছাঃ খাদীজা বেগম ৮০ বৎসর বয়সে গত ১৮/১১/৮৪ইং রবিবার সকাল ৬টার সময় এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না……রাজেউন)। জামাত প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভেই তিনি বয়াত করিয়াছেন। তিনি এক পুত্র তিন নাতী এবং পাঁচ নাতনী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পর্দাশীলা, ধার্মিকা এবং নেক ছিলেন। সকল ভাই বোনদের খেদমতে তাহার রূহের মাগ ফেরাতের জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। —দরবেশ আবদুস সালাম, মোয়াল্লেম।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মতৎপরতা

(১) ঢাকা বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ এবং ইজতেমা ঃ

গত শুক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ঢাকা বিভাগীয় ২য় বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিবে, এবং ২০ ও ২১শে ডিসেম্বর ঢাকা বিভাগীয় ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহ।

(২) রাজশাহী বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা ঃ

আগামী ২৪ ও ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং রাজশাহী বিভাগীয় ইজতেমা আহমদ নগর মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাল্লাহ। রাজশাহী বিভাগের সকল খোদ্দাম এবং আতফালকে এই মহতি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করছি। বিশেষ কারণে তরবিয়তী ক্লাশ স্থগিত রাখা হইল। তরবিয়তী ক্লাশের সময় পরে জানান হইবে।

(৩) চট্টগ্রাম বিভাগীয় তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা ঃ

আগামী ১১ই জানুয়ারী হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় ২য় বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ এবং ইজতেমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাল্লাহ। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ফি ৫০/ টাকা ধার্য করা হইয়াছে। সকল খোদ্দাম এবং আতফালকে এবং স্থানীয় আমেলার প্রত্যেক সদস্যকে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই মহতী অনুষ্ঠানের কামিয়াবীর জন্য সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা কামনা করি। প্রত্যেক মজলিসের জন্য নির্ধারিত চাঁদা ডিসেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৪) খুলনা বিভাগীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা ঃ

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী হইতে ১৩ই জানুয়ারী ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত খুলনা বিভাগীয় দ্বিতীয় বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ ও ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, ইনশাল্লাহ।

উক্ত তালিমী ক্লাশ এবং ইজতেমায় বিভাগের সকল খোদ্দাম এবং আতফালকে অংশ গ্রহণ করার জন্য এবং এই বিষয়ে সকল অবিভাবককে নিজ সন্তানকে উৎসাহ দানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। প্রথম ৮ দিন তালিমী ক্লাশ এবং পরবর্তী ২দিন ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে। ইজতেমায় কোরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগীতা ছাড়াও বিভাগীয় কায়েদ সম্মেলন, উৎসাহব্যঞ্জক ওয়াকারে-আমল ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, তদুপরি সুন্দরবন ভ্রমনের মত বিনোদন মুলক ব্যবস্থাও প্রগ্রামে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য

মজলিশের ভাইদের প্রতিও অংশ গ্রহণের দাওয়াত রইল।

খুলনা বিভাগস্থ সকল স্থানীয় মজলিশকে উক্ত ক্লাশের ও ইজতেমার ধার্যকৃত চাঁদা যত শীঘ্র সম্ভব সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিতে আবেদন রইল এবং অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে পর্যাপ্ত শীত বস্ত্র এবং বিছানা, প্লেট, গ্লাস, খাতা, কলম, ইসলামী এবাদত ও কোরআন শরীফ প্রভৃতি সহ ৪টা জানুয়ারী জুম্‌য়ার নামাজের পূর্বেই সুন্দরবন মজলিসের উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ রইল। উক্ত তালিমী ক্লাশ ও ইজতেমার সামগ্রীক কামিয়াবীর জন্য খাস দোওয়া এবং সকলের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।

(৫) ক্রোড়া মঃ খোঃ আঃ এর তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা ঃ

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রথম ৪ দিন ১ম বার্ষিক তরবিয়তী ক্লাশ এবং শেষদিন ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হইবে ইনশআল্লাহ।

ক্রোড়া মজলিশের সকল খোদ্দাম এবং আতফালকে এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ফায়দা হাসিল করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই মহতী অনুষ্ঠানের কামিয়াবীর জন্য সকলের দোয়া এবং পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করিতেছি।

(৬) ঘাটুরা মঃ খোঃ আঃ এর ওয়াকারে আমল ঃ

ঘাটুরা মসজিদের সম্প্রসারনে ঘাটুরা মঃ খোঃ আঃ এর উদ্যোগে পূর্ণ উদ্যমে কাজ চলিতেছে। স্থানীয় খোদ্দাম রাজমিস্ত্রীর সহিত যোগালীর কাজ করিতেছে। শীঘ্রই মসজিদের কাজ শেষ হইবে ইনশাল্লাহ। মুসল্লিদের স্থান সংকুলানের অভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়া এই মহতী উদ্যোগ হাতে নিয়াছে। সকলেই তাহাদের অধিকতর রুহানী উন্নতির জন্য দোয়া করিবেন।

খাকসার—মোহাম্মদ আব্দুল হাদী

নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ (১) ও ন্যাশনাল মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

United Nations Press Release

Department of Public Information Press Section

New York. NO. HR/2643 dt.23.8.84

U.N.O. SUB-COMMISSION ON PREVENTION OF DISCRIMINATION CONTINUES DEBATE ON VIOLATION OF HUMAM RIGHTS

(Reproduced as received from the UN Information Service)

GENEVA, 22 August :—The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities today neared conclusion of its consideration of the question of violation of human rights.

STATEMENTS OF OBSERVERS OF NGOs

The non-governmental organizations (NGOs) said gross human rights violations con-

sisting of massacres, torture, summary executions and victimization of political opponents were occuring in many countries, including Guatemala, East Timor, **Pakistan**, Sri Lanka, El Salvador and Honduras,

Another observer (Minority Rights Group) said Ahmadiyya Muslims in Pakistan were liable to three–year jail terms, under a recent government ordinanc if they called themselves foliwers of Islam. The mosques of Ahmadiyya Muslims had ebeen desecrated and some of thier leaders killed in cold blood, he said. (The number of Ahmadiyya Muslims in the world is estimated at 10 million, including about 4 million in Pakistan),

---

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেপত্র-পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর ও মতামত

Pak lawyer's call to boycott referendum

KARACHI, Dec, 12 ;--Pakitan's largest lawyers group called today for a boycott of a controversial referendum on Islamisation as President Mohammad Ziaul Haq brought his pro vote campaign to the southern province of Sind, reports Reuter.

The Karachi Bar Association passed a resolution denouncing next Wednesday's referendum as 'an open and unholy conspiracy against democratic institutions, the cons–t.tution, the people of Pakistan and Islam, itelf'.

"We appeal to the masses......boycott the referendum completely" said the association.

General Zia, who says a 'Yes' vote will give him five more years in power, visited northern Sind on the fifth day of a 10–day whirlwind tour to drum up support for the referendum.

Afghan planes bomb Pak border area

Pakistani Presiden Mohammad Ziaul Haq recently indicated that he would not order any military response to Afghan 'provocations' even if it costs a degree of 'humiliation' for his Armed forces. The Bangladesh Observer, Dhaka, of 19/12/84

পাকিস্তান : রাষ্ট্র মানে লেফট রাইট

("যায় যায় দিন" ঢাকা : ১০ম সংখ্যা ১০ই ডিসেম্বর '৮৪ইং :)

পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আবার রাজনৈতিক তোলপাড় শুরু হয়েছে। আগামী মার্চের বহুল প্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচনকে এড়িয়ে জেনারেল জিয়াউল হক আচমকা "ইসলামী রেফারেন্ডাম' ঘোষণা করেছেন। রেফারেন্ডাম ঘোষণা-উত্তর পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার পটভূমি সম্পর্কে আমাদের ভাষ্যকার মাহতাব জাহাঙ্গীর এবং মৃন্ময় সেনের প্রতিবেদন।

"ম্যায় তো ইনসান হুঁ"

জেনারেল জিয়াউল হক চমৎকার এক বোধোদয়ের কথা জানিয়েছেন জনৈক বিদেশী সংবাদিককে। বলেছেন, "ম্যায় তো ইনসান হুঁ"– আমিও তো একজন মানুষ (!)। আমি যখন কথা বলি তা মানুষ হিসেবেই বলি। আমার কথা তো কোরআনের বাণী নয় যে কখনো বদলাবে না।"

আসলে সাংবাদিক জানতে চেয়েছিলেন জিয়াউল হকের বহুলপ্রতিশ্রুত সাধারণ নির্বাচন আগামী মার্চেই হবে কিনা। তখন তিনি তার মতলবটি পরিষ্কার করে প্রকাশ করেননি।

কোরানের বাণীর প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন কেননা তার সামরিক সেচ্ছাচারকে ঢাকা দেয়ার জন্যে ধর্মের ভাষায় রাজনীতির কথা বলাটা জিয়াউল হকের পছন্দ। অবশেষে তিনি থলের বেড়ালটি বের করেছেন। গত ১লা ডিসেম্বর আপাদমস্তক সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে তিনি রেডিও টেলিভিশন মারফত "ইসলামী রেফারেন্ডামের" কথা ঘোষণা করেছেন। ঘোষণার কয়েক দিনের মাথায় ১৯শে ডিসেম্বর এ রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭৭-এ ক্ষমতা দখলের মুহূর্তে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিবেন। ৯০ দিন পার করে (তার কথা তো কোরআনের বাণী নয়) প্রায় ৮০০ দিনের মাথায় নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে হত্যা করে তিনি ঘোষণা করলেন "দেশে এখন নির্বাচনের পরিস্থিতি নেই।" তখন থেকে একাধিকবার তিনি ঘোষণা করছেন নির্বাচন এলো বলে—গণতন্ত্র দ্বারপ্রান্তে। শেষ অবধি তিনি ঘোষণা করলেন আগামী মার্চে সাধারণ নির্বাচন হবেই। কিন্তু তিনিও তো মানুষ! কাজেই এবারও তিনি কথা বদলালেন। নির্বাচন সংক্রান্ত তার সর্বশেষ ঘোষণা "ইসলামী রেফারেন্ডাম"। জিয়াউল হকের ঘোষণা অনুযায়ী তার ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের সমর্থন যাচাই-এর জন্যই এই ভোট।

তিনটি প্রশ্ন ঃ একটি উত্তর

এ ভোটে ভোটদাতাদের একটুও কষ্ট করতে হবে না। কেবলমাত্র একটি "হ্যাঁ" বা "না" জানতে হবে। এই একটি হ্যাঁ বা না দিয়েই ভোটদাতাদের তিনটি ইস্যুতে রায় দিতে হবে ঃ

এক, ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া জিয়াউল হক শুরু করেছেন তার প্রতি সমর্থন আছে কিনা।

দুই, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতি সমর্থন আছে কিনা।

তিনি, আরও পাচ বছরের জন্যে জিয়াউল হক প্রেসিডেন্ট থাকবেন কিনা।

প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, একজন ভোটদাতা "ইসলামী হুকুমত" কায়েম করতে চান এবং সে-কারণেই জিয়াউল হককে চান না—তিনি কি করবেন? এ প্রশ্ন প্রকাশ্যে উচ্চারণ করলে রেফারেন্ডাম সংক্রান্ত সর্বশেষ ডিক্রী অনুযায়ী তিনি তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন অথবা ৫ লক্ষ রূপী দণ্ড দেবেন।

১৪০০ বছরের ইতিহাসে জঘন্যতম জালিয়াতি

পাকিস্তানের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলন (এম আর ডি) এই রেফারেন্ডামকে "ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসের জঘণ্যতম জালিয়াতী" বলে উল্লেখ করেছে। এমআরডি পাকিস্তানের ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ভোটারকে এ রেফারেন্ডাম "বয়কট" করার আহবান জানিয়েছে। এ বয়কট আহবান দুটি বৃহৎ ইসলামপন্থী দল জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম ও জমিয়াতে উলেমায়ে পাকিস্তান সাড়া দিয়েছে।

জামাত বিপাকে

সামরিক একনায়ক জেনারেল জিয়াউল হককে "ইসলামী নীতি" গ্রহণ করার জন্যে প্রথম থেকেই "উদ্বুদ্ধ" করে আসছে। জিয়াউল হকের সামরিক স্বৈরাচারের প্রতি প্রথম থেকেই জামাতে ইসলাম কট্টর সমর্থনের নীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু এমআরডিসহ পাকিস্তানের বস্তুতঃ রাজনৈতিক দল যখন রেফারেন্ডামকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে, জামাতের পক্ষে সরাসরি জিয়াউল হকের পক্ষে অবস্থান নেয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সর্বশেষ খবর অনুযায়ী জামাতে ইসলাম রেফারেন্ডাম প্রশ্নে চরম ও নরম পন্থীদের মেলানোর ফর্মুলা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

(১৫ তারিখের সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ যে, জামাত ইসলামী তথাকথিত রেফারেন্ডামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে।—সংকলক)

(অসমাপ্ত)

সন্তান তওল্লদ

বিগত ৫ ও ৬ই ডিসেম্বর '৮৪ইং-এর মধ্যবর্তী রাত্রে ১২টা ২৮ মিনিটে আল্লাহতায়ালা চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব (ওরফে মিন্টু বাবু)-এর দ্বিতীয় পুত্র জনাব কামরুল হাসানকে এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। নবজাত সন্তান জনাব নিজামউদ্দীন সাহেবের দৌহিত্র। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে নবজাকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং খাদেমে-দ্বীন হওয়ার জন্য খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। উল্লেখ্য যে, নবজাতকের নাম রাখা হইয়াছে 'বদরুলহাসান।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar